দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে কুফরের পক্ষাবলম্বনকারী মুসলমানের বিধান

ভূমিকা

ফতওয়া

কুফরের পক্ষ অবলম্বন করে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফর ও রিদ্দাহ

কিতাবুল্লাহ থেকে দলীল

দলীল নং ১: "যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই একজন"

উক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় মুফাসসিরগনের অভিমত

ইমাম তবারী (রহঃ)

আল্লামা শাওকানী (রহঃ)

ইমাম কুরতূবী (রহঃ)

দলীল নং ২: "আমরা আশংকা করছি আমাদের ভাগ্যে কোন বিপর্যয় ঘটবে।"

ইবনে কাছীর (রহঃ) এর অভিমত

দলীল নং ৩: "এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে শপথ করতো"

ইমাম তবারী (রহঃ) এর অভিমত

حبوط العمل বা আমল বিনষ্ট হবার অর্থ

"ফলে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত"

"তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর অভিমত

"আল্লাহর দলেই তো বিজয়ী হবে।"

দলীল নং ৪: "আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।"

ইমাম তবারী (রহঃ) এর অভিমত

ইজমা থেকে দলীল

চার মাযহাবের ফক্বীহগণের (রহঃ) ফতওয়া

ফিক্বহে হানাফী

১. শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ)
২. বিশিষ্ট ফক্বীহ আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (রহঃ)
৩. কাজী মুফতী মুহাম্মাদ আবুস সাউদ আল-ঈমাদী (রহঃ)
৪. আল্লামা মুহাম্মাদ বিন মোস্তফা আত-তারাবুলসী (রহঃ)
৫. পাকিস্তানের সাবেক মুফতীয়ে আজম শহীদ নেজামুদ্দীন শামজায়ী (রহঃ)
৬. ফিক্বহে হানাফী ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক

ফিক্বহে শাফি‘ঈ

১. ইমাম রাজি (রহঃ) এর ফতওয়া
২. আল্লামা মাওয়ারিদী (রহঃ) এর ফতওয়া
৩. আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদিল বারী আল-ইয়ামানী (রহঃ) এর ফতওয়া

ফিক্বহে মালিকি

১. আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) এর ফতওয়া
২. আল্লামা আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আল-ওয়ানশারিসী (রহঃ) এর ফতওয়া
৩. আল্লামা তাসূলী (রহঃ) এর ফতওয়া
৪. উস্তায হাসান আইয়ুবী (রহঃ) এর ফতওয়া
৫. আল্লামা শানক্বিতী (রহঃ) এর ফতওয়া

ফিক্বহে হাম্বলী

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ফতওয়া
২. আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম (রহঃ) এর ফতওয়া

৫. আল্লামা শায়েখ সফর আল-হেওয়ালী [দা.বা.] এর ফতওয়া
৬. শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বার্‌রাক [দা.বা.] এর ফতওয়া

মুজাহিদীন আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন (রহঃ) এর ফতওয়া
২. শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী [দা.বা.] এর ফতওয়া
৩. শহীদ আবূ ইয়াহ্‌ইয়া আল-লীবী (রহঃ) এর ফতওয়া
৪. শায়েখ আবূ মুসআব আস-সূরী [ফাক্কাল্লাহু আসরাহু]

ক্বিয়াস থেকে দলীল

এক. قياس العكس বা বিপরীতমুখী ক্বিয়াস
দুই. সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারীর বিধান একই

ইতিহাস কি বলে?

১. হিজরতের ২য় বছর: বদর যুদ্ধের ঘটনা

২. ২০১ হিজরীতে বাবাক খারমিকে আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মুরতাদ ঘোষণা

৩. ৪৮০ হিজরীর পর আল-মু'তামাদকে সমকালীন ফক্বীহগণের মুরতাদ ঘোষণা

৪. ৬৬১ হিজরীতে বাদশা উমর বিন আদেলকে হত্যা করার ব্যাপারে ফুক্বাহাগণের ফতওয়া জারি

৫. ৭০০ হিজরীর দিকে তাতারীদের সাহায্যকারীদেরকে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর মুরতাদ ঘোষণা

৬. ৯৪০ হিজরীতে মারাকাশের শাসক মুহাম্মাদ আস সা'দীকে মারাকাশের ফক্বীহগণের মুরতাদ ঘোষণা

৭. ১২২৬ - ১২৩৩ হিজরীতে নজদে আক্রমণকারীদেরকে সাহায্য করার কারণে কিছু ব্যক্তিকে তৎকালীন আলেমদের মুরতাদ ঘোষণা

৮. উপরুক্ত ঘটনার প্রায় ৫০ বছর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার কারণে তৎকালীণ আলেমগণের পুনরায় ফতওয়া প্রদান

৯. হিজরী ১৩তম শতাব্দীর পর ১৪তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু আরব কবীলা ফ্রান্সের বাহিনীকে সাহায্য করার কারণে মরক্কো এর ফক্বীহ আবুল হাসান আত-তাসূলী (রহঃ) কর্তৃক তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতওয়া প্রদান

১০. ১৪তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে মিশরের সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন আল্লামা আহমাদ শাকের (রহঃ) এর ফতওয়া প্রদান

১১. ১৩৬০ হিজরীর দিকে আগ্রাসী ইহুদীদের সাহায্যকারীদের ব্যাপারে জামেয়া আযহারের ইফতা বোর্ডের ফতওয়া জারি

১২. ১৪তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খেলাফাতে উসমানিয়া ও বাইতুল মুকাদ্দাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইংরেজদের সাহায্যকারীদেরকে মাদানী (রহঃ) এর কাফের ঘোষণা

১৩. নবুওয়াতের ১৪তম শতাব্দীর শেষের দিকে আরব দেশগুলোতে সাম্যবাদী ও শীয়াদের সাহায্যকারীদেরকে বিন বায (রহঃ) এর মুরতাদ ঘোষণা

১৪. ১৫তম শতাব্দীর শুরুর দিকে আফগান জিহাদে সোভিয়েত সৈন্যদেরকে সাহায্যকারীদের ব্যাপারে বিশ্বের উলামাদের অবস্থান

১৫. ১৪২২ হিজরীতে ন্যাটো জোট আফগানিস্তানে আক্রমণের পর তাদের সাহায্যকারীদের ব্যাপারে বিশ্বের উলামাগণের ফতওয়া

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে কুফরের পক্ষাবলম্বনকারী মুসলমানের বিধান

ভূমিকা

আজ পুরো পৃথিবী দু-ভাগে বিভক্ত। এক দিকে আল্লাহর সৈনিকেরা, অপর দিকে শয়তানের বাহিনী; এক দিকে ইমাম মাহদীর অগ্রগামী সেনাদল, অপর দিকে দাজ্জালী শক্তি। লড়াই চলছে সমানে সমান। আফগান, ইরাক, মালি, চেচনিয়া, নাইজারসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে লড়াই চলছে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মাঝে। ফিলিস্তিনে মুসলমান বনাম ইহুদী, কাশ্মীরে মুসলমান বনাম হিন্দু, আরাকানে মুসলমান বনাম বৌদ্ধ, সিরিয়া, লিবিয়া ও লেবাননে মুসলমান বনাম শিয়াদের মাঝে। আজ পুরো বিশ্বের সকল জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলাম ধ্বংসের চক্রান্তে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি তারা তাতে সক্ষম হয়। [সূরা বাকারা: ২১৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। [সূরা বুরূজ: ৮]

তাই এটা তেল গ্রাস করা বা ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়। বরং এটি সত্য মিথ্যার চিরন্তন লড়াই, ধর্ম যুদ্ধ বা নব্য ক্রুসেড, যা সবার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। দু'পক্ষে লড়াই তো চলছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রগুলোরও তো রয়েছে প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ। যুদ্ধে তাদের অবস্থান কি? তারা কোন পক্ষ নিচ্ছে? আল্লাহর দলে নাকি শয়তানের লস্করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পূর্ব মুহূর্তে বার বার বলে গেছেন:

أخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب

তোমরা ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও।

আজ আরব শাসকরা সেখানে মার্কিন সেনাদেরকে ঘাঁটি করতে দিয়েছে - যারা সেখানে বসে মুসলমানদেরকে হত্যা করছে, বন্দী করছে। পারভেজ, গেলানী, কারজাইরা কাফেরদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তাদের সেনাবাহিনীগুলো মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। কুফ্ফারদের আদেশে পাকিস্তানের সোয়াত ও ওয়াজিরিস্তানে আলেমদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে। মুসলমান মুজাহিদদেরকে ধরে ধরে মার্কিন হায়েনাদের হাতে বিক্রি করছে। ইয়েমেন, সোমালিয়া, ইরাক, মালি, আফগানসহ বিভিন্ন মুসলমান দেশের শাসকরা কাফেরদের সাথে জোট গঠন করেছে। তাদের সেনাবাহিনী ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে মিলে মুসলমান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। জিহাদ মুক্ত বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। এটাই হলো বিশ্বের বাস্তব চিত্র।

তাই মুসলমান নামধারী এ সমস্ত শাসক ও তাদের সেনাবাহিনীর বিধান কি হবে? যারা কুফ্ফারদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে মুসলমানদেরকে জেলে বন্দী করে ফাঁসিতে ঝুলায়। এই প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আমাদের এ অধ্যায়।

ফতওয়া

ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, অস্ত্র, ঘাঁটি, শক্তি বা সম্পদ দিয়ে অথবা সমর্থন যুগিয়ে তাদেরকে সাহায্য করবে, মুসলমান হত্যা বা গ্রেফতারে তাদের ইন্ধন যোগাবে, যে কোন ভাবে এ যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ নিবে, সে কাফের ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে। মারা গেলে তার জানাযা পড়া যাবে না। মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।

কিতাবুল্লাহ থেকে দলীল

কিতাবুল্লাহতে যে সকল বিষয় নিয়ে সর্বাধিক আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো "কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কেমন হবে?"। আমরা তা থেকে কয়েকটি আয়াতের আলোকে আমাদের মূল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। অর্থাৎ ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে কেউ যদি কুফরের পক্ষ অবলম্বন করে তাহলে ইসলামী শরীয়াতে তার বিধান কি হবে?

দলীল নং ১:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়েদা: ৫১]

ইমাম তবারী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم, أي من أهل دينهم وملتهم , فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخط وصار حكمه حكمه.] تفسير الطبري ج1 ص277[

যে মুসলমানদের ব্যতিরেকে ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়। যখন সে তার উপর এবং তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হবে তখন তার বিপরীত সবকিছুর

ব্যাপারে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। সুতরাং দুজনের হুকুম একই হবে। [তাফসীরুত তবারী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৭৭]

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

{ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } أي: فإنه من جملتهم وفي عدادهم وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر ، هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية . وقوله: { إِنَّ الله لاَ يَهْدِى القوم الظالمين } تعليل للجملة التي قبلها: أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالى الكافرين .

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" অর্থাৎ সে তাদের মধ্য থেকে এবং তাদেরই দলভুক্ত হবে। এটি একটি কঠিন হুঁশিয়ারী, কেননা এটা এমন গুনাহ যা কুফরকে আবশ্যক করে এবং একটি চুড়ান্ত সীমারেখা যার পর আর কোন সীমা বাকি থাকে না।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না" - আয়াতের এই অংশটি পূর্বের অংশের কারণ বর্ণনা করছে। র্থাৎঅ তাদের কুফরের মাঝে পতিত হওয়ার কারণ হলো, যে নিজের প্রতি যুলুম করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন না যা কুফরকে অবধারিত করে [অর্থাৎ আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে বেঁচে থাকার শক্তি প্রদান করেন না]। যেমন ঐ ব্যক্তি, যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। [তাফসীরু ফাতহিল কাদীর, খন্ড:২ পৃষ্টা:৭৩]

আল্লামা কুরতূবী (রহঃ) উপরুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

[ومن يتولهم منكم] أي يعضدهم على المسلمين **[فإنه منهم]** بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة،

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে" - অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে, **"নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন"** - আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের যেই হুকুম, তারও ঐ একই হুকুম। এই আয়াতটি মুসলমানের জন্য মুরতাদের মিরাছ তথা উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে ভালোবেসেছিল, সে হলো ইবনে উবাই, তবে বন্ধুত্ব ছিন্নের ক্ষেত্রে এই হুকুমটি কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত হয়ে গেছে। [তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড:৬, পৃষ্টা: ২১৭]

আর التولي বা পরস্পর বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা। অস্ত্র যুগিয়ে অথবা সম্মান জানিয়ে তাদের পক্ষাবলম্বন করা। যেমনটি শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) বলেন:

قال اهل العلم: "الذي يتولي الكفار قد كفر" ومن اعظم معالم الولاية المناصرة بالقول وبالسنان وبالسان-

উলামাগণ বলেন, **“যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে কাফের হয়ে যাবে।”** আর বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো অস্ত্র, কথা বা সমর্থন দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করা। [আল-আরশীফুল জামে‘য়, পৃষ্টা:২১]

অতএব মুসলমান ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করলো সে যে কাফের এটা নিশ্চিতভাবে বুঝে আসে।

দলীল নং ২:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ [سورة المائدة52

আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদেরকে আপনি অতিসত্ত্বর দেখতে পাবেন, তারা দ্রুত ওদের [ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের] সাথে গিয়ে মিলিত হবে, এই বলে যে, আমরা আশংকা করছি আমাদের ভাগ্যে কোন বিপর্যয় ঘটবে। হয়তো অচিরেই আল্লাহ তা’আলা বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু দান করবেন, ফলে তারা অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার কারণে অনুশোচনা করবে।

উপরুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা’আলা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বকে ঐ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর উক্ত ব্যক্তিরা হলো মুনাফিক, কেননা আয়াতটি তাদের সম্পর্কেই অবর্তীণ হয়েছে। যেমনটি তাফসীরের কিতাব সমূহে উল্লেখ আছে। ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যখ্যা করেন:

وقوله تعالى] **فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ**[أي: شك وريب ونفاق، [**يُسَارِعُونَ فِيهِمْ**] أي: يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر،] **يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ**[أي:يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك.“[69/2]

আল্লাহ তা’আলার বাণী: **“আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদেরকে আপনি অতিসত্ত্বর দেখতে পাবেন”**, অর্থাৎ [যাদের অন্তরে] সংশয়, সন্দেহ ও নিফাক আছে।

“তারা দ্রুত ওদের সাথে গিয়ে মিলবে”, অর্থাৎ তারা অতিদ্রুত প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে।

“এই বলে যে, আমরা আশংকা করছি আমাদের ভাগ্যে কোন বিপর্যয় ঘটবে”, অর্থাৎ তারা কাফেরদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে, যে তাদের আশংকা হচ্ছে কাফেররা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করবে, আর তখন ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কাছে তাদের একটি গ্রহণযোগ্যতা থাকবে যা তাদের কাজে আসবে। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:২, পৃষ্টা:৬৯]

আয়াতটি প্রমাণ করে বিপদের আশংকায় কোন মুমিন কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারে না বরং এটা তার পক্ষেই সম্ভব যার অন্তরে ঈমানের পরিবর্তে নিফাক ও কুফর বিদ্যমান।

<u>দলীল নং ৩:</u>

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ [53] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [54] إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ [55] وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ [56]

ঈমানদারগণ বলবে: এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে শপথ করতো যে, তারা তোমাদের সাথেই থাকবে? তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, ফলে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। [৫৩] হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে (মুরতাদ হয়ে যাবে), অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ - তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। [৫৪] তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ - যারা বিনত হয়ে নামাজ কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। [৫৫] আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে আর আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে। [৫৬] [সূরা মায়িদাহ]

উপরুক্ত সবক'টি আয়াতে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আর আয়াতগুলো কয়েকটি দিক থেকে প্রমাণ করে কুফ্ফারদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তাদের পক্ষাবলম্বন রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ।

প্রথমত: "ঈমানদারগণ বলবে: এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে শপথ করতো যে, তারা তোমাদের সাথেই থাকবে?", অর্থাৎ মুমিনরা বলবে, এরা তো ঈমানের দাবীতে মিথ্যাবাদী। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্বই তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার স্বপক্ষে দলীল। ইমাম তবারী (রহঃ) বলেন:

يقول المؤمنون تعجباً منهم ومن نفاقهم وكذبهم واجترائهم على الله في أيمانهم الكاذبة بالله أهؤلاء الذين أقسموا لنا بالله إنهم لمعنا وهم كاذبون في أيمانهم لنا.[281/6]

এই ব্যক্তিদের কর্মকান্ড, তাদের নিফাক, মিথ্যাচার, ঈমানের অসত্য দাবী করে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে পর্যন্ত মিথ্যা বলার দু:সাহস দেখে ঈমানদারগণ আশ্চর্য হয়ে বলতে থাকবে, এরাই কি তারা যারা আমাদের সাথে আল্লাহর শপথ করে বলতো তারা আমাদের সাথেই থাকবে। এরা আমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করেছিল।

দ্বিতীয়ত: যারা মুমনিদের বিপরীতে কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে"।** আর উক্ত আমল বিনষ্ট শুধুমাত্র কুফরের কারণেই হতে পারে, অন্য কোন কারণে নয়। কুরআনের যত স্থানে حبوط العمل বা আমল বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র কুফরের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কয়েকটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করি:

এক.

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ]......الأعراف:١٤٧[

আর যারা আমার নিদর্শন সমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে....। [সূরা আ'রাফ:১৪৭]

দুই.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ]التوبة:১৭[

মুশরিকদের এই যোগ্যতা নেই তারা আল্লাহর ঘর আবাদ করবে, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আর তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে আর তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। [সূরা আত-তাওবা:১৭]

তিন.

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] الزمر: من الآية65[

যদি আপনি শিরক করেন তাহলে নিশ্চয় আপনার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। [সূরা যুমার:৬৫]

চার.

.... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ] البقرة: الآية[217

যে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে [মুরতাদ হবে] অতঃপর কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। [সূরা আল-বাকারা:২১৭]

পাঁচ.

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আর যে ঈমানকে অস্বীকার করবে **তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর সে পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।** [সূরা মায়িদাহ: ৫]

[এ ছাড়াও অন্যান্য আয়াত সমূহ]

উপরুক্ত আয়াত সমূহের প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাবে حبوط العمل বা আমল বিনষ্টের কথা যত স্থানেই আলোচনা করা হয়েছে তা শুধুমাত্র কুফরের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

ولا تحبط الأعمال بغير الكفر لأن من مات على الإيمان فإنه لابد من أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة [الصارم المسلول 214/2]

কুফর ছাড়া অন্য কোন গুনাহের কারণে আমল বিনষ্ট হয় না। কেননা যে ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যদি জাহান্নামে প্রবেশ করেও তথাপি তা থেকে সে বের হয়ে আসবে। যদি সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যেত তাহলে কখনেই সে জান্নাতে প্রবেশ করতো না। কেননা ঐ বস্তুই আমলকে নষ্ট করে যা তার বিপরীত হয়। আর আমলের পরিপূর্ণ বিপরীত শুধুমাত্র কুফরই। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের গৃহীত মূলনীতি। [আস-সরিমুল মাসলুল, খন্ড:২, পৃষ্টা:২১৪]

এখানে যেহেতু কাফেরদের পক্ষাবলম্বনকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে সুতরাং স্পষ্ট যে তাদের উক্ত কর্মটি হলো কুফর ও রিদ্দাহ।

তৃতীয়ত: এর পরেই আল্লাহ তা'আলা বলছেন: "**তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে (মুরতাদ হয়ে যাবে).........**" আমরা আয়াতটির 'সিয়াক-সাবাক' (পূর্বাপর) অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতগুলোর প্রতি যদি একটু লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাবো এখানে মুমিনদের পক্ষ ছেড়ে কাফেরদের পক্ষাবলম্বন ও তাদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের বিষয়টি নিয়েই ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হচ্ছে। আর এটি স্পষ্ট যে উক্ত আয়াতগুলোতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এই আয়াতটিতেও তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য হলো কেউ যদি তোমাদের পক্ষ ত্যাগ করে কাফেরদের দলে যোগ দেয়, তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা তৈরী করে, তাহলে তার এই দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া ও মুরতাদ হওয়ার কারণে দ্বীনের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা অচিরেই আল্লাহ তা'আলা অপর এক দল লোককে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة الكفار فقال تعالى :............... فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة. ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. وهو لما نهى عن موالاة الكفار

وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا....

[الفتاوى 300/18]

যখন কোন একটি দল ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাবে তখনই আল্লাহ তা'আলা অপর একটি দলকে নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসবেন। তারা তার পক্ষে জিহাদ করবে আর এরাই হলো "আত-ত্বয়েফাতুল মানসূরাহ" বা কিয়ামত অবধি সাহায্যপ্রাপ্ত দল। আর বিষয়টি স্পষ্ট হয় এ থেকে যে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব থেকে বারণ করার পরই উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: [এখানে তিনি উপরুক্ত আয়াতগুলো উল্লেখ করেন]। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইহুদী-নাসারাদের সাথে সম্পর্ক থেকে বারণ করার ক্ষেত্রে যাদেরকে সম্বোধন করেছেন, আয়াতুর রিদ্দাহ বা মুরতাদ সম্পর্কিত আয়াতের মধ্যেও তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন। আর এটাও স্পষ্ট যে আয়াতটি উম্মাতের সর্ব যুগের সকল সদস্যদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমনিভাবে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বারণ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই দলভূক্ত হবে, একইভাবে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলে আর মুরতাদ হয়ে যায় তাতে ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না......। [আল-ফাতাওয়া, খন্ড:১৮, পৃষ্টা:৩০০]

চতুর্থ: উপরুক্ত সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "**আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, আর আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।"** আমরা জানি পৃথিবীতে দল দু'টি, হিযবুল্লাহ এবং হিযবুশ শয়তান। আর উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যারা তাঁর দলে থাকবে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। সুতরাং যারা কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে, তাদের পক্ষ নিয়ে মুমিনদের রক্ত প্রবাহিত করবে, তারা আর যাই হোক হিযবুল্লাহর সৈনিক হতে পারে না।

উপরুক্ত আয়াতগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, মুমিনদের বিরুদ্ধে কুফরের পক্ষ নেয়া কুফর ও রিদ্দাহ।

দলীল নং 8:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ [آل عمران:28] .

মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তোমরা তাদের থেকে কোন কিছুর আশংকা করো। আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ তা'আলার দিকেই। [সূরা আলে ইমরান: ২৮]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন: "আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।"

ইমাম তবারী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

"ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهوراً وأنصاراً توالونهم على دينهم ، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ، وتدلونهم على عوراتهم ، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء ، يعني فقد بريء من الله ، وبريء الله منه ، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ، إلا أن تتقوا منهم تقاة: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ، ولا تعينوهم على مسلم بفعل [الطبري ج3 ص227]

এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা কাফেরদেরকে সাহায্য ও সহায়তাকারী রূপে গ্রহণ করো না; যে তোমরা মুমিনদের ব্যতিরেকে তাদেরকে তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ভালবাসবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সমর্থন দেবে, মুমিনদের দুর্বলতা তাদের নিকট প্রকাশ করবে। কেননা যে এ ধরণের কাজ করবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ উপরুক্ত কর্মের কারণে তার সাথে আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা সে দ্বীন থেকে রিদ্দাহ করেছে [মুরতাদ হয়ে গেছে] ও কুফরে প্রবেশ করেছে। **"তবে যদি তাদের থেকে কোন কিছুর আশংকা করো।"** অর্থাৎ তবে যদি তোমরা তাদের কর্তৃত্বের মধ্যে থাকো এবং নিজেদের জানের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত হও তাহলে মুখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে আর অন্তরে শত্রুতা পোষণ করবে। তবে তারা যে কুফরের উপর অবস্থান করছে তাকে সমর্থন করবে না, কোন একটি কাজের দ্বারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে না। [তাফসীরুত তবারী, খন্ড:৩, পৃষ্টা:২৭৭]

দলীল নং ৫:

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا] [البقرة: من الآية256]

যে তাগূতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো সে এমন এক শক্ত হাতল আঁকড়ে ধরলো যা ছিন্ন হবার নয়। [সূরা আল-বাকারা: ২৫৬]

মূল দলীল বোঝার জন্য যা জানতে হবে:

তাগূত কাকে বলে?

ইমাম তবারী (রহঃ) বলেন:

والصواب من القول عندي في"الطاغوت"، أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء.

আমার মতে তাগূতের সঠিক সংজ্ঞা হলো: সেই হলো তাগূত যে আল্লাহ তা’আলার অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তা’আলাকে ব্যতিরেকে তারই উপাসনা করা হয়, হয়তো তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপাসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোন পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোন বস্তু। [তাফসীরুত তবারী, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২১]

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

আপনি কি এমন ব্যক্তিদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে যে তারা ঈমান এনেছে যা কিছু আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তী যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর। অথচ তারা তাগূতের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। [সূরা নিসা, আয়াত: ৬০]

উপরুক্ত আয়াতে তাগূত বলা হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে, আল্লাহ ও রাসূলের বিপরীতে যার কাছে লোকেরা বিচার প্রার্থনা করে, অর্থাৎ যে আল্লাহ তা’আলার বিধানের বিপরীত বিচার ফায়সালা করে।

আয়াতটির সাবাবে নযূলের দিকে দৃষ্টি দিলে এখানে তাগূত শব্দটি দ্বারা সর্ব প্রথম উদ্দেশ্য হলো কা‘ব বিন আশরাফ। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন:

{ أن يتحاكموا إلى الطاغوت } إلى كعب بن الأشرف

“অথচ তারা তাগূতের নিকট বিচার প্রার্থনা করে।” অর্থাৎ কা‘ব বিন আশরাফের নিকট। [তাফসীরে ইবনে আব্বাস, খন্ড:১ পৃষ্টা:৯৩]

কা‘ব বিন আশরাফ ছিল তৎকালীন সবচেয়ে বড় ইহুদী নেতা, যে ইহুদীদের নেতৃত্ব প্রদান করতো। তাদের মাঝে সমস্যা হলে আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তে স্বরচিত বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করতো। তাই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা’আলা তাকে তাগূত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাগূতের ব্যাখ্যা করেন:

الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله [اعلام الموقعين 50/1]

তাগূত হলো: যার ব্যাপারে বান্দারা তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, হতে পারে তার উপাসনা করা হয়, অনুসরণ করা হয় অথবা আনুগত্য করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগূত হলো সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ তা’আলা ও তার রাসূলের বিপরীতে যার কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা’আলাকে ব্যতিরেকে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীনের [বিধানের] প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যার অনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে এটাই আল্লাহর আনুগত্য। [ই‘লামুল মুওাক্কি‘য়ীন, খন্ড:১, পৃষ্টা:৫০]

উপরুক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, যে সমস্ত নেতা বা লিডাররা মানুষেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাদেরকে নিজেদের আনুগত্য করতে বাধ্য করে, ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে, শুধুমাত্র এক রবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে মানুষেরকে হত্যা করে, আল্লাহর জমিনে নিজেদের একচ্ছত্র ক্ষমতার দাবী করে, অবশ্যই অবশ্যই তারা তাগূত।

যদি তাগূত চিনে থাকেন তাহলে এবার ....

মূল আলোচনা:

বর্তমান বিশ্বের তাগূতে আকবার কারা?

পাঠক! আপনারাই বলুন, বর্তমান বিশ্বে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় তাগূত কারা? সবচেয়ে বড় তাগূত যে আমেরিকা, ইসরাইল, বৃটেন, ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য কুফরী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, এ ব্যাপারে কি কোন মুসলমানের অন্তরে সামান্যতম সন্দেহ থাকতে পারে?!! যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে হত্যা করছে, আল্লাহর ঘর ধ্বংস করছে, আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক যুদ্ধ করছে, এদের তাগূত হওয়ার ব্যাপারে সেই সন্দেহ করতে পারে যাকে আল্লাহ তা'আলা ওহীর নূর থেকে দূরে রেখেছেন। ফলে সে অন্ধ! যদিও বা কপালের নিচে তার দু'টি চোখ আছে।

তাগূতের আউলিয়ারা কি মুসলমান? কুরআন কি বলে?

আমরা তাগূত ও বর্তমান বিশ্বের তাগূতে আকবার কারা তা যদি চিনে থাকি, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাগূতের বন্ধুদেরকেও চিনে থাকব। যে সমস্ত নামধারী মুসলমান তাগূতকে নিজেদের অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা তৈরী করেছে, নিজেদের সকল সমস্যার সমাধানে তাদের দরবারে গিয়ে ধরনা দিচ্ছে, কিতাবুল্লাহকে পিছনে অবহেলিত অবস্থায় ফেলে রেখে, তাদের প্রণিত বিধানকে জীবন বিধান রূপে গ্রহণ করছে, তারা কি মুসলমান থাকতে পারে? তাদের ব্যাপারে কুরআন কি বলে?

এক. তাগূতকে বর্জন সব উম্মাতের মূল দায়িত্ব।

সব রাসূলের উম্মাতের মূল দায়িত্ব হলো দু'টি: [ক] এক আল্লাহর ইবাদত করা [খ] তাগূতকে বর্জন করা। আহকামুল হাকিমীন মহান রাব্বুল আলামীন বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ [النحل: من الآية36]

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। [সূরা নাহ্ল: ৩৬]

সুতরাং যারা তাগূতকে বর্জন না করে বরং আপন করে নিয়েছে, তাদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী করেছে এমনকি তাদের পতাকাতলে গিয়ে আল্লাহতে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারা আর যাই হোক মুমিন হতে পারে না।

দুই. তাগূতকে বর্জন ঈমানের মূল ভিত্তি।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا [البقرة: من الآية 256]

যে তাগূতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো সে এমন এক শক্ত হাতল আঁকড়ে ধরলো যা ছিন্ন হওয়ার নয়। [সূরা আল-বাকারা: ২৫৬]

সুতরাং যারা তাগূতের পথে লড়াই করবে তাদের ঈমানের মূল ভিত্তিই আদায় হয়নি।

তিন. কাফেরদের আভিভাবক হচ্ছে তাগুতরা, আর তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামী।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:257]

আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। [সূরা বাকারা: ২৫৭]

সুতারাং যারা মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ-মতকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে শয়তান ও তার এজেন্টদেরকে নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করছে, নিজেদের মাঝে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কুরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করে তাদের দরবারে ভিড় করছে, নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে তাদের ঝান্ডাকে বুলন্দ করতে তাদের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে, তারা কাফির, চির জাহান্নামী।

চার. কাফেররাই তাগূতের পথে লড়াই করে।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً [النساء:76]

যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর রাহে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাকো শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। [সূরা নিসা: ৭৬]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সিফাত উল্লেখ করেছেন - তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর কাফেরদের সিফাত উল্লেখ করেছেন - তারা তাগূতের পথে লড়াই করে। তাই যারা আল্লাহর পথের বিপরীত তাগূতের পথ গ্রহণ করে, তাগূতের সৈনিকদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহর সৈনিকদেরকে হত্যা করে আর মুখে ঈমানের দাবী করে তারা মিথ্যাবাদী। তারা দ্বীনত্যাগী মুরতাদ।

<u>দলীল নং ৬:</u>

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ [محمد:25 ، 26] .

নিশ্চয় যারা পিছন দিকে [মুরতাদ হয়েছে] ফিরে গেছে তাদের সামনে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও শয়তান তাদের সামনে তাদের কাজকে সুন্দর করে তুলেছে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়েছে। এটা এজন্য যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দ করে তারা তাদেরকে বলেছে: আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। [সূরা মুহাম্মাদ:২৫-২৬]

আয়াত দু'টির প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা কিছু ব্যক্তির রিদ্দাহ এর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে তাদের রিদ্দাহ এর কারণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের এই রিদ্দাহ এর কারণ হলো, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দকারীদের কাছে গিয়ে বলতো কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের আনুগত্য করবো।

ইমাম তবারী (রহঃ) উক্ত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যায় বলেন:

وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا، أشبه منها بصفة أهل الكتاب، وذلك أن الله عزّ وجلّ أخبر أن ردّتهم كانت بقيلهم [لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نزلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ]

আমাদের মত হলো উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মুনাফিকদের। কেননা এগুলো আহলে কিতাবদের চেয়ে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের সাথেই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। <u>কেননা আল্লাহ তা'আলা বলে</u>

দিয়েছেন, তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দকারীদের কাছে গিয়ে বলতো: “**আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।**”

পাঠক! যদি কিছু বিষয়ে আল্লাহর শত্রুদেরকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়াটা রিদ্দাহ হয়, তাহলে আল্লাহর শত্রুদের সারিতে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা কি হতে পারে?!!! হে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

দলীল নং ৭:

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন:

تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ - وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ] [المائدة:80 -81]

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন আর তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো, তাহলে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। [সূরা মায়িদাহ: ৮০-৮১]

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বনী ইসরাইলের অনেকের মধ্যে বিদ্যমান একটি বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে আলোচনা করেছেন (অনেকের মতে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য), যে তারা কাফেরদেরকে (মক্কার মুশরিকদেরকে) নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন, এরা আল্লাহ তা’আলার ক্রোধ উপার্জন করেছে এবং তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা’আলা তাদের কাফের হওয়ার দলীল বর্ণনা করছেন: **“যদি তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো, তাহলে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না।”** সুতরাং কারো মুমিন না হওয়ার এটাই প্রমাণ যে সে আল্লাহর শত্রুকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নিবে।

ইমাম ইবনে তাঈমিয়া (রহঃ) উক্ত আয়াতটির ব্যাপারে বলেন:

"فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف " لَوْ " التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، فقال [وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ] فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب" [الفتاوى 7 / 17].

আল্লাহ তা'আলা এখানে শর্তমূলক বাক্য উল্লেখ করেছেন, যার দাবী হলো যদি শর্তটি বিদ্যমান পাওয়া যায় তাহলে শর্তাধীন বিষয়টিও বিদ্যমান পাওয়া যাবে। আর এখানে আরবী "لو" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রমাণ করে যদি শর্ত বিদ্যমান না থাকে তাহলে শর্তাধীন বিষয়টিও বিদ্যমান থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলছেন: **"যদি তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো, তাহলে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না।"** সুতরাং আয়াতটি প্রমাণ করে, উল্লেখিত ঈমান তাদেরকে (কাফেরদেরকে) আউলিয়া রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় ও বিরোধীতা করে। তাদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ ও ঈমান - উভয়টি অন্তরের মাঝে একত্রিত হতে পারে না। [মাজমূয়ুল ফাতওয়া, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:১৭]

কুরআন থেকে এতটুকু আলোচনাকেই যথেষ্ট মনে করলাম। আমার বিশ্বাস এর মাধ্যমেই ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন যে কুফর ও রিদ্দাহ তা সম্মানিত পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ও আমাদেরকে কুরআনের পথে অবিচল রাখেন। আমীন!

[এ ছাড়াও অন্যান্য আয়াত সমূহের তাফসীর দেখুন: নিসা: ৯৭, মায়িদাহ: ৫৭, আনফাল: ৭৩, হাশর: ১১, মুমতাহিনাহ: 8]

সুন্নাহ থেকে দলীল

হাদীস শরীফে এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আমরা তা থেকে অল্প কয়েকটি দলীল পেশ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাউফিক দান করুন।

দলীল নং ১:

ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستَغْفَروا لهم، فنزلت: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ [قَالُوا فِيمَ كُنْتُم } إلى آخر] الآية،

মক্কায় কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যারা ইসলামকে গোপন করে রাখতো। বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকরা তাদেরকে নিজেদের সাথে বের হতে বাধ্য করলো। ফলে তারা কতকে কতকের দ্বারা আক্রান্ত হলো (নিহত হলো)। মুসলমানরা বলতে লাগল, আমাদের এই সাথীরা তো মুসলমান ছিল কিন্তু তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের জন্য ইস্তেগফার কর। তখন অবতীর্ণ হলো:

নিশ্চয়ই নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়, ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন, তখন ফেরেশতাগণ (তাদেরকে) বললেন, ‘তোমরা কি অবস্থায় ছিলে’? তারা বলল ‘আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম’। ফেরেশতাগণ বললেন, ‘আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?’ সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। [সূরা নিসা: ৯৭] [তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং:১০২৫৯, খন্ড:৯, পৃষ্ঠা:১০২]

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ হলো তারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেনি। অন্যথায় বদর যুদ্ধে তারা তো স্বেচ্ছায় আসেনি বরং তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল। আর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রও পরিচালনা করেনি। তাহলে প্রশ্ন জাগে, হিজরত না করার কারণে কি তারা চিরকাল জাহান্নামী হবে। নাকি আয়াতে অস্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে?

বিন বাজ (রহঃ) তার একটি প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তার লেখাটি হুবহু তুলে দেয়া হলো:

هذه الآية الكريمة ذكر العلماء أنها نزلت في أناس تخلفوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فما كانت غزوة بدر أجبرهم الكفار على الخروج معهم، وحضروا القتال فنزلت الآية الكريمة فيهم لما قتل من قتل منهم، وإن قوله جل وعلا: [إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم]. معنى ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين وهم قادرون على الهجرة، [قالوا فيم كنتم]: يعني قالت لهم الملائكة فيم كنتم؟ [قالوا كنا مستضعفين في الأرض]، يعني في أرض مكة، [قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة]، يعني قالت لهم الملائكة: [ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنّم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين].. الآية. فهو متوعدون بالنار لأنهم أقاموا بين أظهر الكفار من دون عذر، وكان الواجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، إلى المدينة المنورة، فلما أجبروا على الخروج وأكرهوا صار ذلك ليس عذراً لهم، وكان عملهم سبباً لهذا الإكراه، وسبباً لهذا الخروج فجاء فيهم هذا الوعيد. لكونهم عصوا الله بإقامتهم مع القدرة على الهجرة، ولم يكفروا لأنهم مكرهون، أخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا لكن قتلوا، قتل من قتل منهم، أما لو قاتلوا مختارين راضين غير مكرهين لكانوا كفارا، لأن من ظاهر الكفار وساعدهم يكون كافراً مثلهم، لكن هؤلاء لم يقاتلوا وإنما أكرهوا على الحضور وتكثير السواد فقط،

فقتلوا من غير أن يقاتلوا، وقال آخرون من أهل العلم إنهم كفروا بذلك، لأنهم أقاموا من غير عذر، ثم خرجوا معهم، وفي إمكانهم التملص والخروج من بين الكفرة في الطريق، أو في حين التقاء الصفين، وفي إمكانهم أن يلقوا السلاح ولا يقاتلوا، وبكل حال فهم بين أمرين: من قاتل منهم وهو غير مكره فهو كافر، حكمه حكم الكفرة الذين قتلوا، وليس له عذر في أصل الإكراه لأنه لما أكره باشر وقاتل و مساعدة الكفار فصار معهم وصار مثلهم ودخل في قوله تعالى: [ومن يتولهم منكم فإنه منهم]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ظاهر الكفار والمشركين وساعدهم بالسلاح أو بالمال فإنه يكون كافرا مرتداً عن الإسلام، أما من أكره ولم يقاتل ولم يرض بقتال أهل الإسلام ولم يوافق على ذلك ولكن أجبر وأكره بالقوة والرباط والإكراه حتى وصل إلى ساحة القتال ولم يقاتل فهذا يكون عاصياً بأصل إقامته، ومتوعد على ذلك بالنار لأنه أقام معهم من دون عذر،[فتاوى نور على الدرب 360 - للشيخ: عبد العزيز بن باز]

এই পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এমন কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হিজরত না করে মদীনায় রয়ে গিয়েছিল। যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন কুফ্ফাররা নিজেদের সাথে তাদেরকেও বের হতে বাধ্য করলো। ফলে তাদেরকে যুদ্ধে অংশ নিতে হলো। পরে যখন তাদের কতক ব্যক্তি নিহত হলো তখন এই আয়াতটি তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো:

আল্লাহ তা'আলার বাণী: "**নিশ্চয়ই নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায় ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন**" এর অর্থ হলো হিজরতের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা মুশরিকদের সাথে বসবাস করে নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

"ফেরেশতাগণ বললেন, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?" অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের অবস্থা কি ছিল? "**তারা বলল: আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম**" অর্থাৎ মক্কাতে।

"ফেরেশতাগণ বললেন, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না" অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাদেরকে বললেন: "**আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।"**

তাদেরকে জাহান্নামের ধমকি দেয়া হয়েছে। কেননা তারা কোন ওজর ব্যতীত কুফ্ফারদের মাঝে অবস্থান করেছে। অথচ তাদের উপর ওয়াজিব ছিল, তারা হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে যাবে, মদিনায় গমন করবে। তাই তাদেরকে যখন যুদ্ধে যেতে চাপ দেয়া হলো এবং তারা বাধ্য হলো, তখন "এই বাধ্য হওয়া" তাদের ক্ষেত্রে ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হলো না। বরং তাদের নিজেদের কর্মই ছিল এই বাধ্য হবার কারণ, (মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে) বের হওয়ার

হেতু। আর তাই তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত ধমকি এসেছে। কেননা তারা হিজরতের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অবস্থান করেছে। তবে তারা কাফের বলে বিবেচিত হবে না, কেননা তারা ছিল বাধ্য। তাদেরকে বের করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারা তো যুদ্ধ করেনি। যদিও বা তারা নিহত হয়েছে। যারা নিহত হওয়ার তারা তো নিহত হয়েছেই। কিন্তু তারা যদি বাধ্য না হয়ে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে যুদ্ধ করতো তাহলে তারা কাফের হয়ে যেত। কেননা যারা কুফ্ফারদেরকে সমর্থন দেয় এবং সাহায্য করে, তারা তাদের মতই কাফের হয়ে যায়। তবে উপরোক্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধ করেনি। বরং তাদেরকে উপস্থিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই যুদ্ধ করা ব্যতীতই তারা নিহত হয়েছে।

তবে অনেক আলেমগণের মত হলো: "উপরোক্ত কাজের দ্বারা তারা কাফের হয়ে গিয়েছে। কেননা তারা কোন ওজর ব্যতীতই অবস্থান করেছে, অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধে বের হয়েছে। তাদেরতো এই শক্তি ছিল পথিমধ্যেই বা যখন দু'দল মুখোমুখি হয়েছে তখন তারা কাফেরদের মধ্য থেকে ভেগে যেতে পারতো। এই ক্ষমতাও ছিল তারা অস্ত্র সংবরণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতো।" তবে সব ক্ষেত্রেই তাদের মাঝে দু'টি অবস্থা বিদ্যমান:

১. তাদের মধ্যে থেকে যে বাধ্য না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ করেছে সে কাফের। তার ক্ষেত্রে নিহত কাফেরদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। কেননা 'ইকরাহ' তথা বাধ্যতার মূলনীতিতে তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যখন তাকে (বের হতে) বাধ্য করা হয়েছে তখন সে সামনা-সামনি হয়ে যুদ্ধ করেছে (অথচ সে যুদ্ধ না করলেও পারতো)। ফলে কুফ্ফারদেরকে সাহায্য করার কারণে সে তাদেরই দলভুক্ত ও তাদেরই অনুরূপ বলে গণ্য হবে। সে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর অন্তর্ভূক্ত হবে: "**আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।**" উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন, "যে কুফ্ফার ও মুশরিকদেরকে সমর্থন জানাবে, অস্ত্র ও সম্পদ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করবে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদ ও কাফের বলে গণ্য হবে।"

২. যে আসতে বাধ্য হয়েছে, তবে যুদ্ধ করেনি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পছন্দও করেনি, তাদের সাথে একমত পোষণ করেনি, কিন্তু তাকে পাহারা দিয়ে শক্তি খাটিয়ে বাধ্য ও অপারগ করা হয়েছে। ফলে সে রণাঙ্গন পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু লড়াই করেনি। তাহলে সে (হিজরত না করে) অবস্থানের কারণে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। এ কারণে সে জাহান্নামের ব্যাপারে ধমক প্রাপ্ত হবে। কেননা সে কোন ওজর ব্যতীতই তাদের সাথে অবস্থান করেছে। [ফাতাওয়া-নুরুন আলাদ-দার্ব: ৩৬০, শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বাজ রহঃ]

নির্দেশনা:

মক্কা থেকে আগত ব্যক্তিরা সকলেই ছিল বাধ্য, তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় আসেনি। তবে তারা পূর্বেই হিজরত করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব কিছু ছেড়ে তারা হিজরত করতে রাজি হয়নি। বদর যুদ্ধে তাদের কতক প্রাণ হারিয়েছে। ফলে মুসলমানরা যখন তাদের জন্য ইস্তেগফার করার ইচ্ছা পোষণ করলো তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন: **ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম। আর তা কতইনা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।** [সূরা নিসা: ৯৭]

এখন প্রশ্ন দেখা দিল, তারা কি কাফের হবে? অনেক আলেমের মত হলো - না তারা কাফের হবে না। কেননা তারা ছিল বাধ্য। অপর কতিপয় আলেম বলেন - তারা কাফের বলেই বিবেচিত হবে। কেননা এখানে তাদের বাধ্যতা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত করেনি। তবে সঠিক মত হলো, হিজরত না করার কারণে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না। তবে যদি কেউ রণাঙ্গনে এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা এখানে তার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। আর যদি অস্ত্র সংবরণ করে থাকে, তাহলে অস্থায়ী জাহান্নামী বলে গণ্য হবে।

<u>দলীল নং ২:</u>

আলী (রাদিঃ) বর্ণনা করেন:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ قُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَخَذْنَا الْكِتَابَ فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যুবাইরকে এবং মিকদাদকে এই বলে প্রেরণ করলেন, তোমরা 'রওদাতা খাক' এ পৌঁছা পর্যন্ত যেতেই থাকবে। তোমরা সেখানে গিয়ে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পাবে যার সাথে একটি পত্র আছে। তোমরা সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে আসবে।

আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল ফলে আমরা রওয়দাতে এসে পৌঁছলাম। আমরা সেখানে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, চিঠি বের করো। সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, তুমি কি চিঠি বের করবে নাকি আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলব? তিনি বলেন: অতঃপর সে তার বেণী বাঁধা ফিতা থেকে চিঠি বের করলো। আমরা চিঠিটি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলাম।

আমরা দেখতে পেলাম চিঠিটি প্রেরণ করা হয়েছে হাতিব বিন আবী বালতা'আর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকদের নিকট। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু বিষয় তাদেরকে অবগত করানো হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হাতিব এটা কি?

হাতিব বললেন: আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।

আমি কুরাইশদের সাথে একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম। তবে তাদের বংশের মধ্য থেকে ছিলাম না। আর আপনার সাথে যে সব মুহাজিরগণ আছেন তাদের রয়েছে নিকটাত্মীয় যারা মক্কায় তাদের পরিবার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছিল যে, যখন আমার সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাদের মাঝে আমার একটি কর্তৃত্ব থাকবে যার ফলে তারা আমার নিকটাত্মীয়দেরকে হেফাজত করবে। আমি তো এটি কুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুনরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে সত্য বলেছে।

উমর (রাদিঃ) বললেন: আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবিদের বিষয়ে অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো কেননা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। [সনদ: সহীহ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং:৬০০, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৩৭, এছাড়া বুখারী মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে]

ঘটনাটি যা প্রমাণ করে...

উপরোক্ত ঘটনাটি কয়েকভাবে প্রমাণ করে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার মূল হুকুম হলো তা কুফর ও রিদ্দাহ।

প্রথমত: বিষয়টি অবলোকন করার পর নবুয়্যাতের মেজাজধারী সাহাবী উমর (রাদিঃ) এর প্রতিক্রিয়া:

এক. তিনি বলেছিলেন: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি।

দুই. স্বয়ং উমর (রাদিঃ) থেকে অপর একটি সহীহ রেওয়ায়েয়েত বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

فاخترطت سيفي و قلت: يا رسول الله أمكني منه فإنه قد كفر فاضرب عنقه(المستدرك على الصحيحين)

অতঃপর আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে সুযোগ দিন, আমি তার গর্দান দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি কেননা সে কুফরী করেছে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; আল-জাম'য়ূ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

তিন. অপর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে:

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أليس قد شهد بدرا ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال عمر: بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك -[مسند أبي يعلى]

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে কি বদরে অংশগ্রহণ করেনি?

সাহাবারা (রাদিঃ) বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল।

উমর (রাদিঃ) বললেন: হ্যাঁ, তবে সে ভঙ্গ করেছে, আপনার বিরুদ্ধে আপনার শত্রুদেরকে সাহায্য করেছে। [ফাতহুল বারী, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৬৩৪, মুসনাদু আবী ই'য়লা, হাদীস নং:৩৯৭, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৩১৬]

এর থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে উমর (রাদিঃ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করাকে কুফর ও রিদ্দাহ মনে করতেন। কেননা বিষয়টি যদি কুফর ও রিদ্দাহ না হয়ে অন্য কোন অপরাধ হতো তাহলে তিনি হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) কে কখনই হত্যা করতে উদ্যত হতেন না। এবং এটা তার জন্য বৈধও ছিলো না।

দ্বিতীয়ত: মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ না হলে, উমর (রাদিঃ) যখন তাকে মুনাফিক বললেন, তিনি কুফরী করেছেন বললেন, তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত বলতেন, এমন অপরাধের কারণে কেন তুমি মুসলমান কাফের হয়ে গেছে বলছো, মুসলমানকে হত্যা করতে চাচ্ছো - যা কুফর বা রিদ্দাহ নয়। কেননা কোন নবীর পক্ষে সম্ভবপর নয় তিনি কোন ভুল বা অন্যায় সামনা-সামনি দেখেও সে ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থাকবেন। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর (রাদিঃ) এর মতকে ভুল সাব্যস্ত না করে হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) এর বিষয়টি উত্থাপিত করলেন। তার ক্ষেত্রে কেন এই হুকুম প্রযোজ্য হবে না তার কারণ বর্ণনা করলেন, 'সে তো বদরী সাহাবী, আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বা-পর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, (অপর রেওয়ায়েতে এসেছে তিনি বলেছেন) এদের জন্য তো জান্নাত ওয়াজিব।' যদি এমনটি না হতো তাহলে তিনি বলতেন, তুমি যে মত ব্যক্ত করছো সে মতটি কারো ক্ষেত্রেই সঠিক নয় [চাই সে বদরী হোক বা না হোক]।

হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) কি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে?

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, চিঠির শব্দগুলো ছিল-

أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام

ওহে কুরাঈশ বাসী! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সৈনিকদেরকে নিয়ে ধেয়ে আসছেন অন্ধকার রাত্রির ন্যায়, যার গতি হলো সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়। সুতরাং আল্লাহর শপথ তিনি যদি একাও তোমাদের বিরুদ্ধে আসেন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন। তাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের ব্যাপারটি ভেবে দেখ। শেষ করলাম। [ফাতহুল বারী, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:৫২০]

ওকিদী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-মাগাজী'তে ইকরিমা (রাদিঃ) এর একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন, সেই রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার চিঠির বাক্যগুলো ছিল এই:

إنّ رَسُولَ اللّهِ قَدْ أَذّنَ فِي النّاسِ بِالْغَزْوِ وَلَا أُرَاهُ يُرِيدُ غَيْرَكُمْ وَقَدْ أَحْبَبْت أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَكُمْ يَدٌ بِكِتَابِي إلَيْكُمْ

আল্লাহর রাসূল মানুষের মাঝে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে এবার তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমরাই। আর আমি ভাল মনে করেছি এ চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমার একটি মূল্যায়ন থাকুক। [আল-মাগাযী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৭৯৯]

একটি সংশয়: হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) মক্কার মুশরিকদেরকে সাহায্য করার পদক্ষেপ নেবার পরও যেহুতু তার উপর কুফরের হুকুম সাব্যস্ত হচ্ছে না তাহলে অন্য কেউ যদি অন্য কোন ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করে তাহলে তার উপর কেন কুফর ও রিদ্দাহর হুকুম বর্তাবে?

যে কারণে হাতিব (রাদিঃ) এর উপর উপরোক্ত হুকুম বর্তায়নি:

'মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ' এটি উম্মাতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মাসআলা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের আবকাশ নেই। যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে হাতিব (রাদিঃ) এর ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হলো না কেন?

এর উত্তরটি দু'ভাবে দেয়া যায়:

১. তার উপরোক্ত কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।

হাতিব (রাদিঃ) না কাফেরদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন না তাদেরকে মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন। কাফেরদেরকে এমন কোন তথ্য জানানোও তার উদ্দেশ্য ছিল না যা দ্বারা তারা লাভবান হবে। তিনি তো মুশরিকদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধেও তাদের বিরুদ্ধেই বের হয়েছিলেন। সুতরাং তার এ কাজ সে পর্যায়ের ছিল না যাকে কুফরের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। তবে তার এ কাজটি কুফরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাই উমর (রাদিঃ) তাঁকে মুনাফিক ভেবেছিলেন ও হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ছিলেন।

২. তার উপরোক্ত কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, তবে.....!!!

যদি ধরেও নেয়া হয় তার এ কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, তথাপি এটা দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয় যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য কুফর ও রিদ্দাহ নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে তার উপর হুকুম না বর্তানোর কারণ হলো তার মাঝে موانع الكفر বিদ্যমান ছিল (এমন কিছু বিষয়, কোন ব্যক্তির থেকে যদি কুফর প্রকাশ পায় আর তার কোন একটিও ঐ ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে কুফরের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)।

[ক] তার জানা ছিল না এতটুকু কাজও কুফরের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। যেমনটি তিনি নিজেই বলেন:

وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ

আমি তো এটি কুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুনরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি।

অপর একটি সহীহ রেওয়ায়েতে এসেছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন এমনটি করলে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন:

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ،

“আল্লাহর শপথ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে কল্যাণকামী।”

[খ] তিনি এ ক্ষেত্রে মুওাউয়িল ছিলেন, তার ইজতিহাদ ছিল এর দ্বারা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না, তাই এই সাহায্য কুফরের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

তিনি বলেন:

فَكَتَبْتُ كِتَابًا لاَ يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا

“আমি তো এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন ক্ষতি করবে না।”

[আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; আল-জাম‘য়ূ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

অপর রেওয়ায়েতে এসেছে তিনি বলেছেন:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتِمٌّ لَهُ أَمْرَهُ

আর আমি জানি নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা তার রাসূলকে সাহায্য করবেন, এবং তার বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করবেন। [মুসনাদে আহমাদ, খন্ড:২৩, পৃষ্ঠা:৯১]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন:

فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه

তিনি এমনটি করেছিলেন এই ব্যাখ্যা করে (মনে করে) যে তাতে কোন সমস্যা নেই। [ফাতহুল বারী, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:৬৩৪]

এ ছাড়াও উপরোক্ত হাতিব (রাদিঃ) এর ঘটনাটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) যে অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন তা হলো: [ما جاء في المتأولين] তাবীলকারীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস। যা প্রমাণ করে তিনি তাকে মুওাউয়িলদের অন্তর্ভূক্ত মনে করতেন।

আর তার পরিবার-পরিজন মুশরিকদের মাঝেই ছিল, তিনি কুরাঈশ বংশের না হওয়ার কারণে তার এমন কোন নিকটাত্মীয় ছিল না যারা তাদের দেখাশোনা করবে। তাই তিনি তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত ছিলেন যে তারা না এদের কোন ক্ষতি করে বসে। তাই তিনি নিজে নিজে এমন এক পদ্ধতি বেছে নিতে চেয়েছিলেন, যার দ্বারা দ্বীনেরও কোন ক্ষতি হবে না আর তার পরিবারেরও কিছুটা লাভ হবে। যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন:

وَلَكِنْ كُنْتُ غَرِيبًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ ، وَكَانَ أَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخِفْتُ عَلَيْهِمْ ، فَكَتَبْتُ كِتَابًا لاَ يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا ، وَعَسَى أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَهْلِي

আমি ছিলাম মক্কাবাসীদের মাঝে আগন্তুক এক ব্যক্তি। আমার পরিবার তাদের মাঝেই বসবাস করতো, আর আমি ছিলাম তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত তাই আমি এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে না। আর আমার আশা ছিল এর দ্বারা আমার পরিবার হয়তো কিছুটা উপকৃত হবে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; আল-জাম‘য়ূ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

[গ] তার জীবনের পূর্বা-পর সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল:

তিনি ছিলেন বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা’আলা যাদের জীবনের পূর্বা-পর সকল গুনাহ পূর্ব থেকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যারা ছিলেন নিশ্চিত জান্নাতী। তিনি স্বয়ং প্রতিটি জিহাদে জান-মাল দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি উক্ত জিহাদটিতেও তিনি মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বের হয়েছিলেন। আর তিনি জানতেন মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, কাফেরদের বিধান ও তার বিধান একই হবে। কিন্তু তিনি কখনই এমনটি ভাবেননি যে তার এই কাজটিকেও সেই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত করা হবে, সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুরতাদ ভেবে তার উপর রিদ্দাহর হুকুম বলবৎ করতে উদ্যত হবেন। তাই তিনি বলেছিলেন: **‘আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।’** তিনি আরো বলেন: **‘আমি এটি ফুফরী মনে করে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুনরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি।’’**

নির্দেশনা:

আমরা একটু লক্ষ্য করি, হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) কাফেরদেরকে এমন কি সাহায্য করেছিলেন? শুধুমাত্র একটি তথ্য জানাতে চেয়েছিলেন যা তার দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ ছিল না। তথাপি তার ব্যাপারে উমর (রাদিঃ) এর মত নববী মেজাজের অধিকারী সাহাবীর অবস্থান কি ছিল? তাহলে যারা কুফর ও ইসলামের মাঝে চলমান লড়াইয়ে সরাসরি কাফেরদের ফ্রন্ট লাইন গ্রহণ করে, দ্বীনের মধ্যে তাদের বিধান কি হতে পারে?

দলীল নং ৩:

বদরের যুদ্ধে যে সকল মুসলমান বাধ্য হয়ে কুরাঈশদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আব্বাস (রাদিঃ)। অতঃপর তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন, যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলা হবে নাকি মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়া হবে? অতঃপর এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে।

তখন আব্বাস (রাদিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন:

يا رسول الله إني كنت مسلما

হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মুসলমান ছিলাম!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

الله اعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك

আল্লাহ তা'আলাই আপনার ইসলাম সম্পর্কে ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন। [সনদ:সহীহ, সুনানুল বাইহাকি, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:৩২২]

আব্বাস (রাদিঃ) নিজের ইসলামের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন - "হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো মুসলমান ছিলাম!" অর্থাৎ আমি তো বাধ্য হয়ে এসেছিলাম, তথাপি কি আমার উপরও কাফেরদের বিধান প্রযোজ্য? আমাকেও মুক্তিপণ আদায় করতে হবে?

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আব্বাস (রাদিঃ) এর কথা গ্রহণ না করে তার উপর অন্যান্য কাফের বন্দীদের বিধানই প্রযোজ্য করলেন? এর কারণ হলো, মুসলমানদের

বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার রুবুবী ফায়সালা হলো তা কুফর। আর আব্বাস (রাদিঃ) কে এই কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে আর এটাই ছিল জহের বা বাহ্যিকতা। তাই তার উপরও অন্যান্য কাফেরদের বিধানই প্রযোজ্য হয়েছে। তার মুখের কথাকে গ্রহণ করা হয়নি কেননা তা ছিল জহেরের খেলাফ বা বিপরীত। অন্যথায় নিশ্চিত তার কথা গ্রহণ করা হতো। তবে তিনি যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকেন, বাধ্য হয়েই যুদ্ধে এসে থাকেন তাহলে সেটি তো আল্লাহ তা'আলা দেখছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন: "আল্লাহ তা'আলাই আপনার ইসলাম সম্পর্কে ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন।"

সাহাবী ও তাবি'ইর আছার (রাদিঃ)

<u>হুযাইফা (রাদিঃ) এর আছার:</u>

أخرج عبد بن حميد عن حذيفة قال: ليتق أحدكم ان يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لايشعر وتلا ومن يتولهم منكم فانه منهم-

হুযাইফা (রাদিঃ) বলেন: তোমাদের সকলেই যেন সতর্ক থাকে যে, সে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, অথচ সে অনুভবও করতে পারবে না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন: **আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।** [সূরা মায়িদাহ্: ৫১] [আদ-দুররুল মানসূর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:১০০]

আব্দুল্লাহ বিন উৎবা (রহঃ) এর উক্তি:

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون ، يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر ، قال: فظنناه أنه يريد هذه الآية [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم

মুহাম্মাদ বিন সিরীন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উৎবা বলেছেন: তোমাদের সকলেই যেন সতর্ক থাকে যে, সে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, অথচ সে অনুভবও করতে পারবে না। তিনি বলেন: আমরা ধারণা করলাম, তিনি এই আয়াতটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন: **হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।** [সূরা মায়িদাহ্: ৫১] [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:১৩২]

ইজমা থেকে দলীল

চার মাযহাবের ফক্বীহগণের (রহঃ) ফতওয়া

ফিক্বহে হানাফী

১. শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

قتل مسلم کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ ہو کر ان کی فتح و نصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑے یا لڑائی میں ان کی اعانت کرے اور جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو رہی ہو تو کافروں کا ساتھ دے- یہ صورت اس جرم کے کفرو عدوان کی انتہائی صورت ہے اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہو جانے کی ایسی اشد حالت ہے جس سے زیادہ کفر اور کافری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا- دنیا کے وہ سارے گناہ، ساری معصیتیں، ساری ناپاکیاں،ہر قسم کی نافرمانیاں جو ایک مسلمان اس دنیا میں کر سکتا ہے یا ان کا وقوع دھیان میں آ سکتا ہے سب اس کے آگے ہیچ ہیں- جو مسلمان اس کا مرتکب ہو وہ قطعا کافر ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے- اس نے صرف قتل مسلم کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ اسلام کے برخلاف دشمنان حق کی اطاعت و نصرت کی ہے -اور یہ بالاتفاق اور بالاجماع کفر صریح ہے-جب شریعت ایسی حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی طرح کا علاقہ محبت رکھنا بھی جائز نہیں رکھتی تو پھر صریح اعانت فی الحرب کے بعد کیونکر ایمان و اسلام باقی رہ سکتا ہے-

[قتل مسلم ،کتاب: معارف مدنی افادات مولانا حسین احمد مدنی]

جمع و ترتیب:مفتی عبدالشکور ترمذی

মুসলমান হত্যার তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই যে, কোন মুসলমান যদি কাফেরদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাহায্য ও বিজয়ের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অথবা যুদ্ধে তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন মুসলমান ও কাফেরদের যুদ্ধ চলতে থাকে তখন কাফেরদেরকে সমর্থন জানায়, **এমতাবস্থায় উপরোক্ত অপরাধটি কুফরী ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঈমান ধ্বংস ও ইসলাম শূন্যতার এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছায়, যার চেয়ে মারাত্বক কুফর ও কুফরী কর্মকান্ড কল্পনাও করা যায় না।** বিশ্বে যে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব অথবা কোন মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালঙ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। **যে মুসলমান এতে লিপ্ত হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।** সে শুধু মুসলমান হত্যায় জড়িত হয়েছে এটুকুই নয় বরং

ইসলামের বিরুদ্ধে হক্ক এর শত্রুদের আনুগত্য ও সহায়তা করেছে এবং **এটি সকলের ঐকমত্যে সর্বসম্মতিক্রমে কুফরে ছরীহ বা সুস্পষ্ট কুফর।** এমতাবস্থায় শরীয়াত যেখানে অমুসলমানদের সাথে কোন প্রকার মহব্বতের সর্ম্পকেরও বৈধতা দেয় না, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে সুস্পষ্ট সহযোগিতার পরেও কি করে ঈমান ও ইসলাম বাকি থাকতে পারে?

[অধ্যায়: কতলে মুসলমান; মাআ'রেফে মাদানী; মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), সংকলন ও বিন্যাস: মুফতী আব্দুস শাকূর তিরমিজী।]

ইংরেজরা যখন খেলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে আক্রমণ করে তখন হিন্দুস্থান থেকে প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্য তাদের সাথে যোগ দেয়। তখন **শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ)** তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে নিম্নোক্ত ফতওয়া প্রদান করেন:

বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণকে লর্ড জর্জ 'ক্রুসেড' আখ্যায়িত করেছে। চার্চিলও এটিকে 'ক্রুসেড' বলে উল্লেখ করেছে। তাই আমি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি, **যে মুসলমানই খ্রিষ্টানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে, সে শুধুমাত্র গুনাহই করেনি বরং কাফের হয়ে গেছে।** ['উলামায়ে হক', মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া, পৃষ্ঠা:২১৫]

নির্দেশনা:

আল্লাহু আকবার! হযরতের কথার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, **"বিশ্বে যে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব অথবা কোন মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালঙ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। যে মুসলমান এতে লিপ্ত হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।"** আর এ কারণেই খেলাফাতে উসমানিয়া পতনের লড়াইয়ে যে সমস্ত মুসলমান সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে তিনি মুরতাদ ঘোষণা করেছেন।

২. বিশিষ্ট ফক্বীহ আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (রহঃ) বলেন:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أى لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين ثم علل النهى بقوله بعضهم أولياء بعض وكلهم أعداء المؤمنين وفيه دليل على أن الكفر كله ملة واحدة ومن يتولهم منكم فانه منهم من جملتهم وحكمه حكمهم وهذا تغليظ من الله وتشديد فى وجوب

مجانبة المخالف فى الدين إن الله لا يهدى القوم الظالمين لا يرشد الذين ظلموا انفسهم بموالاة الكفرة [**تفسير النسفى**]

"হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" অর্থাৎ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে তাদেরকে তোমরা সাহায্য করবে, তাদের কাছে সাহায্য চাইবে বা তাদের সাথে মুমিনদের ন্যায় আচার-আচরণ ও চলাফেরা করবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের সঙ্গ ত্যাগের আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও কঠিন হুকুম।

অতঃপর নিষেধের কারণ বর্ণনা করছেন: "**তারা একে অপরের বন্ধু।"** আর প্রত্যেকেই মুমিনদের শত্রু। এতে এ প্রমাণও বিদ্যমান রয়েছে, সকল কুফর একই মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত।

"আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" অর্থাৎ সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে, তাদের ব্যাপারে যা হুকুম হবে তার ব্যাপারেও একই হুকুম হবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের সঙ্গ ত্যাগের আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও কঠিন সিদ্ধান্ত।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পথ প্রদর্শন করেন না। [তাফসিরুন নাসাফী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৮৭]

৩. কাজী মুফতী মুহাম্মাদ আবুস সাউদ আল-ঈমাদী (রহঃ) বলেন:

وقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم حكم مستنتج منه فإن انحصار الموالاة فيما بينهم يستدعي كون من يواليهم منهم ضرورة أن الاتحاد في الدين الذي عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكونهم ممن يواليهم من المؤمنين تعين أن يكون ذلك بكون من يواليهم منهم وفيه زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن موالاة في الحقيقة وقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين تعليل لكون من يتولاهم منهم أي لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشانهم فيقعون في الكفر والضلالة وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم تنبيها على أن توليهم ظلم لما أنه تعريض لأنفسهم للعذاب الخالد [**تفسير أبي السعود**]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: **"আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।"** এই হুকুমটি নির্ধারিত হয়েছে আয়াতের পূর্বের অংশ থেকে **[তারা কতকে কতকের বন্ধু]।** কেননা বন্ধুত্ব তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার দাবী হলো - যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। আর এটি একারণে যে দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্যের উপর ভিত্তি করেই পরস্পর ভালবাসার বিষয়টি পরিচালিত হয়। মুমিনরা যেহেতু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্য করতে পারে না, সুতরাং যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব

করে দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্য করবে সে তাদের মধ্য থেকেই হবে। এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য কঠিন ধমক, যাতে তারা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্বও প্রকাশ না করে, যদিও বা বাস্তবিক বন্ধুত্ব নাও থাকে। আল্লাহ তা'আলার বাণী - **"নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।"** এ অংশে, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঈমানের দিকে পথ দেখান না। বরং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। ফলে তারা কুফর ও গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত হয়। এখানে সর্বনামের **[هم]** স্থানে বিশেষ্যকে **[القوم]** ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব হলো যুলুম। কেননা এর মাধ্যমে সে নিজেকে চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে নিপতিত করছে।

৪. আল্লামা মুহাম্মাদ বিন মোস্তফা আত-তারাবুলসী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وسئل أيضا عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها فانضم إليهم بعض القبائل والعشائر ، وصاروا يقاتلون معهم المسلمين وينهبون مالهم ، وينصحون الكفار ويعينونهم على أذى المسلمين ، فكانوا أشد ضررا على المسلمين من الكفار ، فما الحكم فيهم وهذا حالهم؟

فأجاب: إني لم أقف على حكم هؤلاء في كتب مذهبنا معشر الحنفية ولكن وقفت على حكمهم في كتب بعض السادات المالكية، قال في فتح الثغر الوهراني لما دعا الناس سلطان الجزائر إلى جهاد الكفار الذين استولوا على ثغر وهران ، جاءوا إليه من كل فج عميق ، وكان هذا غير حال القبائل العامرية ، وأما بنو عامر فإنهم كانوا في ذلك على فرق، منهم من نجا بحصون العدو مدافعا عن نفسه ومعينا للعدو بسيفه وفلسه ، فكانوا يقاتلون المسلمين مع عدوهم ويدفعون عنه ، ويغزون على الحجلة المنصورة بالله تعالى، حتى إنهم كانوا على المسلمين أشد ضررا من الكافرين، وهكذا كان بعض القبائل ؛ والظاهر أن حكم هؤلاء حكم أهل دار الحرب في قتلهم وأخذ مالهم ...] إلى

أن قال: [ومنه تعلم أن من يدخل تحت جوارهم وأمانهم من غير إعانة لهم بنفسه ولا بماله ، ولا يكون لهم عينا ولا ردءا دونهم ، لا يباح قتله ، وإنما هو عاص بمعصية لا تبيح ما عصمه الإسلام من دمه وماله]

إلى أن قال [ومنهم من لجأ للمسلمين وصار يقاتل العدو معهم وهو مع ذلك يعين العدو خفية ، ويعلمه بأحوال عساكر المسلمين ، ويطلعه على عوارتهم ، ويتربص بهم الدوائر

، وقد اطلع لهم على كتب كتبها في ذلك الوقت كثير من مشايخهم المعروفين عندهم بالأجداد ، يذكرون العدو وعهده ، ويعلمونه ببقائهم عليه ، وانتظارهم الفرج ، مع تضعيفهم لجيوش المسلمين وتوهينهم إياهم؛ وحكم أولئك حكم الزنادقة ، إن اطلع عليهم قتلوا وإلا فأمرهم إلى الله تعالى]-النوازل الكبرى [3/78-81]

হযরতকে একটি শহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যেটি কুফ্ফাররা আক্রমণ করে দখলে নিতে সক্ষম হয়েছে। পরে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হয় কতিপয় [মুসলমান] গোত্র ও সম্প্রদায়। তাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও সম্পদ লুট করে। তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করে। মুসলমানদের শাস্তি দানে তাদেরকে সহায়তা করে। কাফেরদের চেয়ে এরাই মুসলমানদের জন্য অধিক ক্ষতিকারক। এই যাদের অবস্থা তাদের হুকুম কি হতে পারে?

তিনি উত্তর প্রদান করেন: আমাদের মাযহাব তথা হানাফী ফক্বীহদের কিতাবে আমি এদের বিধান পাইনি। তবে কতিপয় সম্মানিত মালিকি ফক্বীহগণের কিতাবে পেয়েছি। **ওহরানি (রহঃ) "ফাতহুস্ সুগূরে" উল্লেখ করেন:**

আলজেরিয়ার শাসক জনগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আহ্বান করলো। কাফেররা তখন 'ওহরান' শহরের সীমান্তে আক্রমণ করেছিল। [আহ্বানে সাড়া দিয়ে] দলে দলে মানুষ তার সাথে এসে মিলিত হতে লাগল। কিন্তু 'আমিরিয়া' গোত্রের অবস্থা ছিল ভিন্ন। তারা তখন কয়েক ভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের কেউ কেউ নিজেকে রক্ষা এবং অস্ত্র ও সম্পদ দারা শত্রুদেরকে সাহায্যের জন্য শত্রু কেল্লায় আশ্রয় নিল। শত্রুদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করলো। শত্রুদেরকে রক্ষা করতে লাগল। তারা আল্লাহ তাআ'লার সাহায্যপ্রাপ্ত দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগল। এমনকি কাফেরদের চেয়ে তারাই ছিল মুসলমানদের জন্য অধিক ক্ষতিকর। অন্য কতিপয় গোত্রের অবস্থাও একই ছিল। আর জানা বিষয় - তাদেরকে হত্যা এবং তাদের মাল ছিনিয়ে নেয়ার বিধান দারুল হরবে বসবাসকারীদের বিধানের মতই।

তিনি আরো বলেন: এর থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি শত্রুদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা ব্যতীত তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা গ্রহণ করবে, আর এ ছাড়া তাদের কোন সাহায্য ও আশ্রয়স্থলও নেই [যেখানে সে আশ্রয় নিবে], এ ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। কেননা তার অপরাধ সে পর্যায়ের নয় যার কারণে ইসলাম তার রক্ত ও সম্পদ হালাল বলে।

এমনকি তিনি আরো বলেন: তাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা মুসলমানদের আশ্রয়ে থাকে। মুসলমানদের সাথে মিলে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে গোপনে শত্রুদেরকে সাহায্য করে। মুসলমান সেনাবাহিনীর সংবাদ সরবরাহ করে। তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং তাদের বিপদের অপেক্ষা করে। সে সময়কার তাদের কয়েকটি কিতাবের ব্যাপারে জানা যায় যা লিখেছে তাদের কিছু মাশায়েখ, যারা তাদের কাছে আযদাদ [দাদা] নামে পরিচিত। সেখানে তারা শত্রুর সাথে চুক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, তাদেরকে সেই চুক্তি ঠিক রাখতে এবং সুদিনের অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছে। সাথে সাথে মুসলমান সেনাবাহিনীকে শক্তিহীন ও দুর্বল করতে বলেছে।

তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে জিন্দিক তথা মুরতাদের বিধান। যদি তাদের বিষয়ে অবগত হওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। অন্যথায় তাদের বিষয়টি আল্লাহর উপরই ন্যস্ত থাকবে।

আল্লামা তারাবুলসী (রহঃ) এই ফতওয়াটি উল্লেখ করে বলেন:

فليحفظ فإنه مهم ، وقواعد مذهبنا لا تأباه ، والله تعالى أعلم

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই যেন স্মরণ থাকে। আর আমাদের মাযহাবের মূলনীতিও এর বিপরীত নয়। আল্লাহই ভাল জানেন। [দেখুন: আন-নাওাযিলুল কুবরা, খন্ডা:৩, পৃষ্ঠা: ৭৮-৮১]

নির্দেশনা:

১. যারা অস্ত্র, সম্পদ বা শক্তি দ্বারা কাফেরদেরকে সহায়তা করবে তাদের জান ও মাল মুসলমানদের জন্য হালাল।

২. যারা মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবে, তবে গোপনে কাফেরদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করবে, তাদেরকেও হত্যা করতে হবে। এবং তাদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য বৈধ বলে গণ্য হবে।

৩. যারা নিরুপায় হয়ে কাফেরদের সাহায্য গ্রহণ করবে, তবে তাদেরকে নিজে কোন সহায়তা করবে না, তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না।

৫. পাকিস্তানের সাবেক মুফতীয়ে আজম শহীদ নেজামুদ্দীন শামজায়ী (রহঃ) এর ফতওয়া:

আমেরিকাসহ তার সাথে জোটভুক্ত আটচল্লিশটি রাষ্ট্র যখন ইসলামী আমীরাত আফগানিস্থানে আক্রমণ করে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের পক্ষাবলম্বন করে। এই যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। তাদেরকে বিমান ঘাঁটি প্রদান করে। তখন মুফতীয়ে আজম শহীদ নেজামুদ্দীন শামজায়ী (রহঃ) নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক ফতওয়া জারি করেন:

بعد الحملة الأمريكية على أفغانستان فإن الأحكام الشرعية على المسلمين هي:

أولاً: أصبح الجهاد فرض عين على المسلمين كلهم خاصة وأنه في الأوضاع الحالية فإن الإمارة الإسلامية في أفغانستان هي البلد الإسلامي الوحيد الذي تطبق فيه الشريعة الإسلامية والدفاع عنها واجب كل المسلمين والهدف الأصلي من الهجوم الأمريكي اليهودي هو القضاء على النظام الإسلامي في أفغانستان .

ثانيا: لا يجوز لمسلم في أي بلد كان سواء كان موظفا حكوميا أو غير ذلك أن يقدم أي مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان الأمريكي على أفغانستان خاصة وأن الهجوم يشكل حملة صليبية على أفغانستان المسلمة. وأي مسلم يقدم المساعدة في هذا العدوان يعتبر مرتدا عن الدين

ثالثا:أي شخص يخالف أوامر الله عز وجل وشريعته فإن من كانوا تحته من موظفين أو جنود أو غير ذلك عليهم مخالفة أوامره ورفض الانصياع إليها.

رابعا: البلدان الإسلامية التي تؤيد أمريكا في هذه الحرب وتقدم مساعدة معلوماتية أو أرضية أو أجواء ويمنعون المسلمين من تأدية واجباتهم فإن على المسلمين واجب إزالة هذه الحكومات والحكام بأي وسيلة كانت.

خامسا: دعم المجاهدين في أفغانستان ماليا ومعنويا وماديا فريضة على كل مسلم في الوقت الحاضر، ومن يمكنه الوصول إلى أفغانستان والقتال إلى جانبه فأن الواجب الشرعي عليه أن يبادر إلى ذلك مباشرة ومن لا يستطيع ذلك عليه تقديم الدعم بكل وسيلة ممكنة لهم .

আফগানিস্থানে মার্কিন হামলার পর মুসলমানদের উপর শরীয়াতের বিধান নিম্নরূপ:

প্রথমত: সকল মুসলমানের উপরই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গিয়েছে। বিশেষতঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে। কেননা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্থান সেই একক ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে শরীয়াতের বিধান বাস্তবায়িত। এর প্রতিরক্ষা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ইহুদী-মার্কিন যৌথ আক্রমণের মূল লক্ষ্য আফগানিস্থানের ইসলামী শাসনকে ধ্বংস করে দেয়া।

দ্বিতীয়ত: যে কোন দেশের যে কোন মুসলমান, হোক সে সরকারি চাকরিজীবী অথবা অন্য কেউ তার জন্য আফগানিস্থানে আমেরিকার আগ্রাসনে যে কোন রূপে, যে কোন ধরনের সহায়তা করা জায়েয নেই। বিশেষতঃ মুসলমান আফগানিস্থানের উপর আগ্রাসন ক্রুসেড যুদ্ধের রুপ পরিগ্রহ করেছে। যে কোন মুসলমান এই আগ্রাসনে সহায়তায় এগিয়ে আসবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত: যে কেউ আল্লাহপাকের বিধানাবলী এবং তার শরীয়াতের বিরোধীতা করে, তার অধীনস্থ কর্মচারী অথবা সেনাসদস্য বা অন্য সবার উপর সেই ব্যক্তির নির্দেশাবলীর বিরোধীতা করা ও তার আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব।

চতুর্থত: যে সকল দেশ এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং ভূমি, আকাশ অথবা তথ্য দ্বারা সহায়তা করছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের কর্তব্য পালনে বাঁধা দিচ্ছে, এ ধরনের প্রশাসন ও শাসকদেরকে যে কোন উপায়ে অপসারণ করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

পঞ্চমত: বর্তমান সময়ে আফগান মুজাহিদদেরকে আর্থিক, নৈতিক ও রসদ-সামগ্রী দ্বারা সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, আর যার পক্ষে আফগানিস্থানে পৌঁছা এবং তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করা সম্ভব নিশ্চিতভাবে তার জন্য শর'য়ী ওয়াজিব হলো সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ করা। আর যে এতে অক্ষম তার কর্তব্য হলো সম্ভাব্য সব পদ্ধতিতে তাদেরকে সহায়তা করা। [করাচী, ৮ অক্টোবর ২০০১]

আর এ ফতওয়া প্রদানের কারণেই সম্ভবত পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা তাকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। এটা তো এই নিকট ইতিহাস, উলামায়ে হক্কের জ্বলন্ত উদাহরণ। ইমাম আবূ হানীফার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সত্যের জন্য জেল থেকে বের হয়েছিলো যার লাশ। হায়! এ ধরনের আলেম কতই না বিরল। বাতিলের কাছে যারা মাথা নত করে না। সত্য প্রকাশে যারা সর্বদা অকুতোভয়।

ফিক্বহে হানাফী ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক

আমি সবচেয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি আমাদের মাযহাবের ফিক্বহী কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে। কেননা এগুলো অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারা যায়, ফুক্বাহাগণ কাফেরদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কতটা সতর্কতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

ফিক্বহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'মাজমা'উল আনহুর' এ বিশিষ্ট ফক্বীহ শায়েখ যাদাহ্ (রহঃ) উল্লেখ করেন:

ويكفر بخروجه إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم وبشرائه يوم نيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك اليوم ولا يكفر بإجابة دعوة مجوس وحلق رأس ولده ويكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لتخليص الأسير أو لضرورة دفع الحر والبرد عند البعض وقيل إن قصد به التشبيه يكفر وكذا شد الزنار في وسطه [مجمع الانهر]

মুসলমান কাফের হয়ে যায় -

১. অগ্নিপূজকদের নওরোজ [একটি ধর্মীয় উৎসব] গমন করলে। এবং ঐদিনের কার্যক্রমে তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখলে।

২. সে যদি উক্ত দিনের সম্মানে কোন জিনিস ক্রয় করে, যা সে আগে কখনো ক্রয় করেনি, এবং তার খাওয়া ও পান করাও উদ্দেশ্য নয়।

৩. যদি সে উক্ত দিনের সম্মানে মুশরিকদেরকে একটি ডিম পর্যন্ত হাদিয়া দান করে। তবে অগ্নিপূজকের আহ্বানে সাড়া দিলে ও ছেলের মাথার চুল কামিয়ে ফেললে কাফের হবে না।

৪. সঠিক মত অনুযায়ী অগ্নিপূজকের টুপি মাথায় দিলে কাফের হয়ে যাবে। তবে কারো কারো মতে যদি বন্দী মুক্তির উদ্দেশ্যে [ছদ্মাবরণে] অথবা গরম বা ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য পরিধান করে তাহলে কাফের হবে না। বলা হয় যদি এর দ্বারা সাদৃশ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

৫. একইভাবে যদি কোমরে তাদের ফিতা বাঁধে একই হুকুম বর্তাবে।

[মাজমা‘উল আনহুর, পৃষ্ঠা:৪, খন্ডা:৪৪৯]

সতর্কতা:

পাঠক, উপরোক্ত কর্মগুলোর কোন একটি যদি কারো মাঝে দেখা যায়, তাহলে সাথে সাথেই যেন নির্দিষ্টভাবে তাকে তাকফীর করা না হয়। কেননা নির্দিষ্ট তাকফীর করার ক্ষেত্রে কিছু মূলনীতি আছে। তাই মূলনীতি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়ার পূর্বে আমরা যেনো কাউকে তাকফীর না করি। [এই মাসআলাগুলো আমাদের অন্যান্য ফিক্বহী কিতাবেও উল্লেখ আছে।]

নির্দেশনা:

দেখুন আমরা যে কাজগুলোকে স্বাভাবিক ভাবি, তার ব্যাপারে ফুক্বাহাগণ কতটা কঠোর ছিলেন। উপরোক্ত কর্মগুলো যদি কুফরী হয়, তাহলে কেউ যদি কাফের ও মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ নেয়, তাহলে তার হুকুম কি হতে পারে, একটু ভাবুন! পাঠক আপনি হয়তো উপরোক্ত কর্মগুলোর ব্যাপারে ফুক্বাহাগণের মতামতকে শুধুমাত্র ধমকি হিসেবে নিতে পারেন, মনে করতে পারেন এগুলো কিভাবে কুফরী হতে পারে। এই সন্দেহ দূর করার জন্য উপরোক্ত ইবারত উল্লেখ করার পর শায়েখ যাদাহ্ (রহঃ) বলেন:

وفي البزازية ويحكى عن بعض من الأسالفة أنه يقول ما ذكر من الفتاوى أنه يكفر بكذا وكذا أنه للتخويف والتهديد لا لحقيقة الكفر وهذا كلام باطل وحاشا أن يلعب أمناء الله تعالى أعني علماء الأحكام بالحلال والحرام والكفر والإسلام بل لا يقولون إلا الحق الثابت عند شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عصمني الله وإياكم عن زلل عن اللسان وتكلم كلمة الكفر بالخطأ والنسيان آمين بحرمة سيد المرسلين صلاة لله عليه وعليهم أجمعين [مجمع الانهار]

‘বাজাজিয়ার’ মধ্যে কোন একজন সালাফ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বলেছেন: "যে ফতওয়াগুলোতে উল্লেখ করা হয় - এমনটি-এমনটি করলে কাফের হবে - এটি শুধু ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করার জন্য, তবে বাস্তবে এটি কুফর নয়।" উপরোক্ত উক্তিটি বাতিল। আশ্চর্য! আল্লাহ তাআ’লার বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে নিয়ে যেন ঠাট্টা করা না হয়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত আলেমগণ যারা হালাল, হারাম, কুফর ও ইসলামের ব্যাপারে হুকুম বর্ণনা করেন। তারা তো শুধু এমন কথাই বলেন যা সত্য, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়াতে প্রমাণিত। আল্লাহ তা’আলা আমাকে ও আপনাদেরকে কথার বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করুন,

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কুফরী বলা থেকে বিরত রাখুন। আমীন। [মাজমা'উল আনহুর, পৃষ্ঠা:৪, খন্ডা:৪৫০]

ফিক্বহে শাফি'ঈ

১. ইমাম রাজি (রহঃ) এর ফতওয়া:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ

আর মুমিনগণ বলবে, 'এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছে যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে আছে?' তাদের আ'মালসমূহ বরবাদ হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। [সূরা মায়িদাহ্: ৫৩]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজি (রহঃ) বলেন:

المسألة الثانية: الفائدة في أن المؤمنين يقولون هذا القول هو أنهم يتعجبون من حال المنافقين عندما أظهروا الميل إلى موالاة اليهود والنصارى ، وقالوا: إنهم يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم معنا ومن أنصارنا ، فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم والاعتضاد بهم؟

المسألة الثالثة: قوله { حَبِطَتْ أعمالهم } يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين ، ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ، والمعنى ذهب ما أظهروه من الإيمان ، وبطل كل خير عملوه لأجل أنهم الآن أظهروا موالاة اليهود والنصارى ، فأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة ، فإنه لما بطلت أعمالهم بقيت عليهم المشقة في الإتيان بتلك الأعمال ، ولم يحصل لهم شيء من ثمراتها ومنافعها ، بل استحقوا اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة .

দ্বিতীয় মাসআলা: মুমিনরা এমনটি বলছিল, কেননা তারা মুনাফিকদের অবস্থা দেখে বিস্মিত হচ্ছিল যে, এরা ইহুদী খ্রিষ্টানদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করছে। মুমিনরা বলছিল, এরা না কঠিনভাবে আল্লাহর শপথ করে বলতো, তারা আমাদের সাথে থাকবে, আমাদেরকে সাহায্য করবে? এখন কিভাবে আমাদের শত্রুদের বন্ধু হয়ে গেল। তাদের সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা তৈরি করলো!

তৃতীয় মাসআলা: আল্লাহর বাণী "তাদের আ'মালসমূহ বরবাদ হয়ে গেছে", সম্ভাবনা রয়েছে এটা হয়তো মুমিনদের মুখের কথা হবে অথবা আল্লাহ তা'আলারই কথা হবে। এর অর্থ হলো, তারা যে ঈমান প্রকাশ করতো তা আর বাকি নেই। তারা যে নেক আমল করেছিল তাও নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা তারা এখন ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করছে। সুতরাং তারা

দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্থ। কেননা যখন তাদের আমল বাতিল হয়েছে, তখন উক্ত আমলগুলো করতে তাদের যে কষ্ট-ক্লেশ হয়েছিল তা বেকার হয়ে গেছে। এর দ্বারা তাদের কোন উপকার বা ফল অর্জিত হয়নি। বরং তারা দুনিয়ায় হয়েছে লা'নতপ্রাপ্ত আর পরকালে শাস্তির উপযুক্ত। [তাফসীরে রাযী, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:৭৬]

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে। তারা মুমিনদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল আর কাফেরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় পাবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [সূরা মায়িদাহ্: ৫৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য থেকে যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে ও মুরতাদ হয়ে যাবে, সে যেন জেনে রাখে আল্লাহ তা'আলা অপর এমন লোকদেরকে নিয়ে আসবেন যারা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে এ দ্বীনের সাহায্য করবে। [তাফসীরে রাযী, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:৮০]

২. আল্লামা মাওয়ারিদী (রহঃ) এর ফতওয়া:

من يتولهم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ يَعْنِي فِي وُجُوبِ الْقَتْلِ: لِأَنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ مِنَّا مُرْتَدٌّ لَا يُقَرُّ عَلَى رِدَّتِهِ

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" অর্থাৎ [তাদের মত তাকেও] হত্যা করা ওয়াজিব, কেননা যে আমাদের মধ্য থেকে ইহুদী খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে মুরতাদ। তাকে তার রিদ্দাহ অবস্থায় অবস্থান করতে দেয়া হবে না। [আল-হাওিল কাবীর, খন্ড:১৪, পৃষ্ঠা:৬৪২]

৩. আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদিল বারী আল-ইয়ামানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

একজন ব্যক্তি শায়েখকে প্রশ্ন করেছিলেন: ইসলামী দেশগুলোতে মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তি আছেন, যাদেরকে খ্রিষ্টানদের [দেশের] নাগরিক বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর তারা এটা পছন্দ করে ও এতে আনন্দিত হয়। এদের ঈমানের ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? এমনকি এরা নিজেদের জাহাজগুলোতে নাসারাদের পতাকার মত পতাকা উত্তোলন করে যাতে তারা বুঝতে পারে এরা তাদেরই নাগরিক।

প্রত্যুত্তরে শায়েখ (রহঃ) বলেন:

.....أن هؤلاء قوم قد أشربوا حب النصارى في قلوبهم، واستحضروا عظمة ملكهم، وصولتهم، ولاحظوا توفر الدنيا بأيديهم، التي هي حظهم من الدنيا والآخرة، وقصروا نظرهم إلى عمارة الدنيا، وجمعها، وأن النصارى أقوم لحفظها، ورعايتها،

فإن كان القوم المذكورون جهالا يعتقدون رفعة دين الإسلام، وعلوه على جميع الأديان وأن أحكامه أقوم الأحكام، وليس في قلوبهم مع ذلك تعظيم الكفر، وأربابه، فهم باقون على أحكام الإسلام، لكنهم فساق مرتكبون لخطب كبير يجب تعزيرهم عليه وتأديبهم وتنكيلهم .. وإن كانوا علماء بأحكام الإسلام، ومع ذلك صدر عنهم ما ذكر، فيستتابوا، فإن رجعوا عن ذلك وتابوا إلى الله تعالى، وإلا فهم مارقون، فإن اعتقدوا تعظيم الكفر ارتدوا، وجرى عليهم أحكام المرتدين .. وظاهر الآيات والأحاديث عدم إيمان المذكورين،

قال تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات} [البقرة: 257]، فالآية تقتضي أن الناس قسمان: الذين آمنوا وليهم الله تعالى، أي لا غيره فليس لهم مولى دون الله، ورسوله . الله مولانا ولا مولى لكم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فلا واسطة، فمن اتخذ الطاغوت وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وارتكب خطأ جسيما، فليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوت، فلا شركة بوجه من الوجوه البتة، كما تقتضيه الآية.. وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء:65] . وقد حكم الله أن لا نتولى الكفار بوجه قط، فمن خالف لما يحكم فأنى يكون له إيمان وقد نفى الله إيمانه، وأكد النفي بأبلغ الوجوه والإقسام على ذلك فاستفده .. **[السيف البتار ، على من يوالي الكفار ، ويتخذهم من دون الله ورسوله ﷺ والمؤمنين أنصار]**

নিশ্চয় উক্ত ব্যক্তিরা তাদের হৃদয়কে খ্রিষ্টানদের ভালবাসা দ্বারা সিক্ত করেছে, তাদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তার অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে, দুনিয়ার প্রাচুর্য উপার্জনকেই গুরুত্ব দিয়েছে আর এটাই তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র অংশ। আর তাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র দুনিয়ার প্রাসাদ নির্মাণ ও তা উপার্জনের উপরেই নিবদ্ধ আছে। তাদের বিশ্বাস হলো নাসারারাই তাদেরকে হেফাজত ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য।

যদি উপরোক্ত ব্যক্তিরা জাহেল হয়, তারা বিশ্বাস করে দ্বীনে ইসলাম সকল দ্বীনের চেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, তার বিধানই সর্বোৎকৃষ্ট বিধান, পাশাপাশি তাদের অন্তরে কুফর ও কুফরের রবদের

ব্যাপারে সম্মানবোধ না থাকে, তাহলে তারা ইসলামের আহকামের উপরেই বাকি থাকবে। তবে তারা জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ফাসিক বলে গণ্য হবে। তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতে হবে ও সতর্ক করে দিতে হবে।

যদি তারা ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয় আর তা সত্ত্বেও তাদের থেকে এমন কর্ম প্রকাশ পায় তাহলে তাদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তারা তা থেকে ফিরে আসে ও আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করে [তাহলে তো ভালো কথা]।

অন্যথায় তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে, যদি কুফরকে সম্মানের চোখে দেখে তাহলে মুরতাদ বলে পরিগণিত হবে আর তাদের ক্ষেত্রে মুরতাদের বিধান বাস্তবায়িত হবে। অনেক আয়াত ও হাদীস স্পষ্ট এ কথা প্রমাণ করে যে উল্লেখিত ব্যক্তির ঈমান নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ হলেন তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে আঁধার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। [সূরা আল-বাক্বারা: ২৫৭]

আয়াতটির দাবী হচ্ছে মানুষ দু'ধরনের: যারা ঈমান এনেছে তাদের অভিভাবক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নন। আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই। আল্লাহ তা'আলাই হলেন আমাদের মাওলা আর তাদের কোন মাওলা নেই। আর যারা কুফরী করেছে তাদের অভিভাবক হলো তাগূত। মধ্যখানে অন্য কিছু বিদ্যমান নেই। সুতরাং যে আল্লাহকে ব্যতিরেকে তাগূতকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করলো সে স্পষ্ট ক্ষতিতে নিপতিত হলো এবং মহা ভুল করলো।

হয়তো আল্লাহর বন্ধু নয়ত শয়তানের দোস্ত। কোন ধরনের অংশীদারিত্ব একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটি উল্লেখিত আয়াত প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, **কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫]**

আল্লাহ তা'আলা বিধান দিয়েছেন আমরা যাতে কোনভাবেই কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না করি। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিরোধীতা করে তার মাঝে কিভাবে ঈমান বিদ্যমান থাকে? আল্লাহ তা'আলা তার ঈমান শূন্যতার ঘোষণা দিয়েছেন, সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শূন্যতার এ ঘোষণাকে নিশ্চিত করেছেন অতঃপর এ ব্যাপারে [নিজ সত্তার] শপথ করেছেন। সুতরাং বিষয়টি অনুধাবন করো। [আস সাইফুল বাত্তার, পৃ:৭]

৪. আল্লামা জামালুদ্দীন কাসিমী (রহঃ) এর ফতওয়া:

জামালুদ্দীন কাসিমী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ: أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين.[تفسيره 240/6]

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন" অর্থাৎ সে তাদেরই দলভূক্ত, তাদের যা হুকুম তারও একই হুকুম, যদিও বা মুখে দাবী করে সে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধী। [মাহাসীনুত তা'বীল, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:২৪০]

ফিক্বহে মালিকি:

১. আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়িদাহ্: ৫১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

[ومن يتولهم منكم] أي يعضدهم على المسلمين [فإنه منهم] بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة،

وقد قال تعالى: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " [هود: 113]

وقال تعالى في آل عمران ": " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين " [آل عمران: 28]

وقال تعالى: " لا تتخذوا بطانة من دونكم " [آل عمران: 118] وقد مضى القول فيه.

وقيل: إن معنى " بعضهم أولياء بعض " أي في النصرة " ومن يتولهم منكم فإنه منهم " شرط وجوابه، أي لانه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم.

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে" - অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে, "নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন" - আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের যেই হুকুম তারও ঐ একই হুকুম। এই আয়াতটি মুসলমানের জন্য মুরতাদের মিরাছ তথা উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে ভালবেসেছিল, সে হলো ইবনে উবাই, তবে বন্ধুত্ব ছিন্নের ক্ষেত্রে এই হুকুমটি কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। [সূরা হূদ: ১১৩]

তিনি আরো বলেন: মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। [সূরা আলে ইমরান: ২৮]

তিনি আরো বলেন: তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।। [সূরা আলে ইমরান: ১১৮]

এ ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

বলা হয় **"তারা একে অপরের বন্ধু"** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো [পরস্পরকে] সাহায্যের ক্ষেত্রে।

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" শর্ত ও তার জবাব। অর্থাৎ তারা যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করেছে সেও অনুরূপ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করেছে। তাই যেভাবে তাদের সাথে শত্রুতা রাখা ওয়াজিব, একইভাবে তার সাথেও শত্রুতা রাখা ওয়াজিব। তাদের অনুরূপ তার জন্যও জাহান্নাম ওয়াজিব। সুতরাং সে তাদের মধ্য থেকেই হবে। অর্থাৎ তাদের অনুসারীদের মধ্য থেকেই হবে। [তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা: ২১৭]

২. আল্লামা আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আল-ওয়ানশারিসী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وأما مقتحموا نقيضه [أي الجهاد] بمعاونة أوليائهم على المسلمين ؛ إما بالنفوس وإما بالأموال فيصيرون حينئذ حربيين مع المشركين ، وحسبك من هذا مناقضة وضلالا]-النوازل الكبرى[

আর যারা জান অথবা মাল দিয়ে নিজের বন্ধুদের সাহায্যের মাধ্যমে জিহাদের বিপরীত দিকে অবস্থান নেয়, মুশরিকদের সাথে সাথে তারাও হারবী বলে গণ্য হবে। এর দ্বারাই আপনি তাদের ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। [দেখুন: আন-নাওাযিলুল কুবরা, খন্ডা:১, পৃষ্ঠা: ৯৪-৯৯]

[وُلد حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة، العلامة الفقيه أحمد بن يحي الونشريسي، حوالي سنة 834هـ - 1430م / 914هـ - 1509م بمنطقة الحجالوة موطنه الأصلي[بلدية الأزهرية حالياً]، الكائنة بجبال الونشريس بولاية تيسمسيلت].

৩. আল্লামা তাসূলী (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা তাসূলী (রহঃ) কে আমীর আব্দুল কাদের আল জাযায়িরী এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যারা ফরাসীদের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের সাথে ব্যবসা করে, তাদেরকে ঘোড়া প্রদান করে, মুসলমানদের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে, এমন ব্যক্তিদের জান ও মালের হুকুম কি?

প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন:

أولئك العملاء إذا أظهروا الميل للعدو الكافر وتعصبوا به ، فيقاتلون قتال الكفار ومالهم فيء

এ সমস্ত কর্মকর্তারা যখন কাফের শত্রুদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করবে, তাদের পক্ষপাতিত্ব করবে, কাফের হিসেবেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে, আর তাদের সম্পদসমূহ হবে মালে ফাঈ।

এরপর তিনি ফুক্বাহাগণের বিভিন্ন ফতওয়া উল্লেখ করেন যে, এমন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবশ্যক যারা ডাকাতি করে। মুসলমানদের মাল লুট করে। যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত এ ধরনের নানা কাজ আন্জাম দেয়। সর্বশেষে তিনি উল্লেখ করেন:

وإذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم وغابة الزيتون فكيف بمن يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس ، ونقل الأخبار ، ومبايعة الكفار ، فهم أسوأ حالا من المحاربين ، لأنهم تولوا الكفار ، ومن تولى الكفار فهو منهم]- الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية[

যখন এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, যারা আঙ্গুর বৃক্ষ এবং জলপাই বন ধ্বংসের ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের ব্যাপারে কি হতে পারে, যারা দ্বীন ধ্বংসের চক্রান্ত করে। গোপনে গোয়েন্দাগিরি করে। [শত্রুদের নিকট] সংবাদ পৌঁছে দেয়। তাদের সাথে ব্যবসা করে। নিশ্চয়ই তারা যোদ্ধাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা এরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। আর যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, সে তাদেরই একজন বলে বিবেচিত হয়। [আল-ফাতাওয়াল ফিকহিয়্যা ফী আহাম্মিল কাদাইয়া, পৃষ্ঠা:২৩২]

৪. উস্তায হাসান আইয়ুবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

উস্তায হাসান আইয়ুবী (রহঃ) উপরোক্ত আল্লামা তাসূলী (রহঃ) এর ফতওয়াটি নিজ কিতাবে উল্লেখ করার পর এর সাথে যোগ করেন:

وهو حكم صائب ، فإذا كان الفقهاء قد رأوا قتل الجاسوس وهو الذين يعين الأعداء بنقل أخبار المسلمين إليهم وإذا كان الإمام الونشريسي قد أفتى بأن مجرد الدعاء للكفرة بالبقاء وطول المدى " علم على ردة الداعي وإلحاده وفساد سريرته واعتقاده ، لما تضمنه من الرضى بالكفر ، والرضى بالكفر كفر" فكيف بمن يحمل السلاح إلى جانبهم ، ويدافع عنهم ، ويقتل إخوانه المسلمين ، ويفعل بهم ما يفعله الأعداء من أسر ونهب ، وفوق ذلك يمكن الكفار من التسلط على أراضي المسلمين]- الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية[

এই হুকুমটি সঠিক। কেননা ফুক্কাহাগণ গোয়েন্দা হত্যার পক্ষে মত দিয়েছেন, যে মুসলমানদের সংবাদ শত্রুদের নিকট পৌঁছিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে। **ইমাম ওয়ানশারিসী (রহঃ) ফতওয়া দিয়েছেন:** "শুধুমাত্র কেউ যদি কুফ্ফারদের অবস্থান ও তাদের দীর্ঘ সময় থেকে যাওয়ার জন্য আহ্বান করে তাহলেই বুঝতে পারা যাবে উক্ত আহ্বানকারী ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে, এবং এটাও বুঝতে পারা যাবে তার আক্বীদা ও আন্তরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা এটি তার কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টিকে ধারণ করে। আর কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টিও কুফরী।"

তাহলে এমন ব্যক্তির হুকুম কি হতে পারে! যে অস্ত্র নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়। তাদেরকে রক্ষা করে। নিজ মুসলমান ভাইদেরকে হত্যা করে। শত্রুদের সাথে মিলে সেও তাদের মতই আচরণ করে। মুসলমানদেরকে বন্দী করে ও তাদের সম্পদ লুট করে। এগুলোর উপর ভর করেই কুফ্ফারদের জন্য মুসলমান ও তাদের ভূখন্ডগুলোতে আক্রমণ সম্ভবপর হয়। [আল-ফাতাওয়াল ফিকহিয়্যা ফী আহাম্মিল কাদাইয়া, পৃষ্ঠা:২৩২]

৫. আল্লামা শানক্বীতি (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা শানক্বীতি (রহঃ) বলেন:

قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، ذكر في هذه الآية الكريمة، أن من تولى اليهود، والنصارى، من المسلمين، فإنه يكون منهم بتوليه إياهم, وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله، والخلود في عذابه، وأن متوليهم لو كان مؤمناً ما تولاهم -

আল্লাহ তা'আলার বাণী: **"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন"** এই পবিত্র আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, যে মুসলমান ইহুদী-নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তাদের সাথে বন্ধুত্বের কারণে তাকে তাদের মাঝেই গণ্য করা হবে। অপর স্থানে এসেছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব আল্লাহর ক্রোধকে আবশ্যক করে শাস্তিকে স্থায়ী করে। কেননা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী যদি মুমিন হতো, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতো না।

এর পর শায়েখ এ সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন:

وَيُفْهَمُ مِنْ ظَوَاهِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ مَنْ تَوَلَّى الْكُفَّارَ عَمْدًا اخْتِيَارًا ، رَغْبَةً فِيهِمْ أَنَّهُ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ .

এ আয়াতগুলোর বাহ্যিক দিকগুলো থেকে বুঝে আসে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাফেরদের প্রতি আগ্রহী হয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মতই কাফের।

ফিক্বহে হাম্বলী

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ফতওয়া:

যে সমস্ত ব্যক্তি মুসলমান ও তাতারদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে তাতারদের পক্ষ গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ফতওয়া প্রদান করেন:

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الامراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام ، وإذ كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين- [الفتاوى الكبرى]

সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে যে কেউ তাতারদের পক্ষ নিবে, তাতারদের বিধান ও তার বিধান একই বলে গণ্য হবে। ইসলামী শরীয়াতকে উপেক্ষা তার মাঝে যে পরিমাণ বিদ্যমান তাতারদের মাঝেও ঐ একই পরিমাণ বিদ্যমান। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিল তারা নামাজ, রোজা আদায় করা এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও সালাফগণ তাদেরকে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে ঐ ব্যক্তির বিধান কি হতে পারে যে আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? [আল-ফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৩৩২]

২. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন:

إن الله حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم{ومن يتولهم منكم فإنه منهم } فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم.] أحكام أهل الذمة [

আল্লাহ তা’আলা বিধান দিয়েছেন আর তাঁর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন বিধান নেই। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মাঝেই গণ্য হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন: “**আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন”।** সুতরাং যখন কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা জানা গেলো, ইহুদী-খ্রিষ্টানের বন্ধুরা তাদেরই দলভূক্ত সুতরাং এদের ক্ষেত্রেও ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। [আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৭]

উম্মাতের অন্যান্য ফুক্বাহাগণের মতামত:

১. আল্লামা খাজেন (রহঃ) এর ব্যাখ্যা:

আল্লামা খাজেন (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فنهى الله المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وأعواناً على أهل الإيمان بالله ورسوله وأخبر أنه من اتخذهم أنصاراً وأعواناً وخلفاء من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم وإن الله ورسوله والمؤمنين منه براء

بعضهم أولياء بعض يعني أن بعض اليهود أنصار لبعض على المؤمنين وأن النصارى كذلك يد واحدة على من خالفهم فى دينهم وملتهم

ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني ومن يتولَّ اليهود والنصارى دون المؤمنين فينصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم لأنه لا يتولى مولى إلا وهو راض به وبدينه وإذا رضيه ورضى دينه صار منهم وهذا تعليم من الله تعالى وتشديد عظيم في مجانبة اليهود والنصارى وكل من خالف دين الإسلام

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না": আল্লাহ তা'আলা সকল মুমিনকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে বিশ্বাসীদের বিপক্ষে ইহুদী খ্রিষ্টানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা না করে৷ আর তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মুমিনদেরকে ব্যতিরেকে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করবে ও মিত্র বানাবে, নিশ্চিতভাবে সে তাদের মাঝেই অন্তর্ভূক্ত হবে৷

"তারা একে অপরের বন্ধু": অর্থাৎ কতিপয় ইহুদী বাকিদের জন্য মুমিনদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী৷ একই ভাবে খ্রিষ্টানরাও তাদের দ্বীন ও জাতির বিরোধীতাকারীদের বিরুদ্ধে একজোট৷

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন" অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুমিনদেরকে ব্যতিরেকে ইহুদী খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তাদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে, সে তাদেরই ধর্ম ও জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে৷ কেননা কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধু হিসেবে নেয় না, যতক্ষণ না সে তার ও তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট থাকে৷ যখন সে তার ও তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হলো তখন সে তো তাদেরই দলভূক্ত হলো৷ এটি মহান আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা এবং ইহুদী খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধীদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কঠিন হুশিয়ারী৷ [তাফসীরুল খাযেন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:২৯৬]

২. আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) এর ফতওয়া:

আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) যে সমস্ত মুসলমান ইংরেজ বা ফরাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে, তাদের মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন:

أماالتعاون مع الإنجليز, بأي نوع من أنواع التعاون, قلّ أو كثر, فهو الردّة الجامحة, والكفر الصّراح, لايقبل فيه اعتذار, ولاينفع معه تأول, ولاينجي من حكمه عصبية حمقاء, ولاسياسة خرقاء, ولامجاملة هي النفاق, سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر و الردة سواء, إلامن جهل و أخطأ, ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين, فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم, إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس وأظن أني قداستطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة, حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية, من أي طبقات الناس كان وفي أي بقعة من الأرض يكون

وأظن أن كل قارئ لايشك الآن, في أنه من البديهي الذي لايحتاج إلىبيان أو دليل: أن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز, بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض, فإن عداء الفرنسيين للمسلمين, وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام, وعلى حرب الإسلام, أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم, بل هم حمقى في العصبية والعداء, وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ, ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصغر معه جرائم الإنجليز و وحشيتهم وتتضاءل, فهم والإنجليز في الحكم سواء, دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان, ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون, وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة,

ইংরেজদেরকে সাহায্য কম বা বেশি, যে কোন ধরনের বা রকমের সাহায্যই হোক না কেন তা সুস্পষ্ট কুফরী ও চুড়ান্ত পর্যায়ের রিদ্দাহ [স্বধর্ম ত্যাগ]। এ ক্ষেত্রে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন অপব্যাখ্যা কার্যকরী হবে না। এ হুকুম থেকে সাহায্যকারীকে রক্ষা করতে পারবে না নির্বোধের পক্ষপাত। গর্দভের কুটচাল। একথা বলেও পার পাওয়া যাবে না, এটাতো নিফাক। চাই হোক তারা জনগণ, প্রশাসন বা নেতা-নেত্রী। কুফর ও রিদ্দাহর ক্ষেত্রে সকলের বিধান একই। হ্যাঁ, তবে যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ভুল করে ফেলে, পরে নিজ ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে, মুমিনদের পথ গ্রহণ করে, আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। তাওবা যদি হয় এক আল্লাহর জন্য পরিশুদ্ধ হৃদয়ে। লোক দেখাতে বা রাজনৈতিক কুটচালে নয়।

আমার ধারণা ইংরেজদের যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে তাদেরকে যে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতার হুকুম আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছি। যাতে আরবিভাষী প্রত্যেকটি মুসলমান তা বুঝতে সক্ষম হয়। চাই সে যে ভূ-খন্ডের বা শ্রেণীরই হোক না কেন।

মনে হয়, নিঃসন্দেহে পাঠক মাত্রই দলীল প্রমাণের প্রয়োজন ছাড়াই অপর একটি বিষয় বুঝতে পেরেছেন, বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধানে ফরাসী এবং ইংরেজদের অবস্থার মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের শত্রুতা, ইসলামকে ধ্বংসের জন্য তাদের চরম জিঘাংসা ও যুদ্ধ, ইংরেজদের শত্রুতা ও হিংস্রতার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী। বরং এরা এক্ষেত্রে একেবারেই অন্ধ। তাদের বিধান ও ক্ষমতার অধীনস্থ মুসলমানদের ভূখন্ডে তারা আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করছে। তারা এমন এমন নির্যাতন ও অপরাধে লিপ্ত, যার সামনে ইংরেজদের নির্যাতন ও পশুত্বও হার মেনে যায়। ক্ষীণ হয়ে আসে। সুতরাং তাদের ও ইংরেজদের বিধান একই। সকল স্থানে তাদের জান ও মাল মুসলমানদের জন্য হালাল।

পৃথিবীর সকল ভূখন্ডে ফরাসীদেরকে যেকোন ধরনের সাহায্য করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবৈধ। তাদেরকে সাহায্য করা এবং ইংরেজদেরকে সাহায্য করার বিধান একই। আর তা হলো রিদ্দাহ তথা ইসলাম থেকে পরিপূর্ণ বহিষ্কার।

তিনি আরো বলেন:

ألا فليعلم كل مسلم ومسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم مَن يتزوج منهم فزواجه باطل بطلانا أصليا لايلحقه تصحيح ولايترتب عليه أي أثر من آثار النكاح من ثبوت نسب و ميراث وغيرذلك وأن من كان منهم متزوجا بطل زواجه . اهـ

সকল মুসলমান নারী-পুরুষদের ভালভাবে জেনে রাখা উচিৎ, যে সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এবং দ্বীনের শত্রুদেরকে সাহায্য করছে, তাদের কেউ যদি বিবাহ করে তাহলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। তা কোনভাবেই শুদ্ধ হবে না। এ ক্ষেত্রে বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত কোন হুকুমও প্রতিফলিত হবে না, যেমন: বংশ, মিরাছ ইত্যাদি। আর কেউ যদি আগে থেকেই বিবাহিত থেকে থাকে তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে। [কালিমাতু হক্ক, পৃষ্ঠা:১২৬-১৩৭]

৩. জামেয়া আযহারের কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ডের ফতওয়া:

১৩৬৬ হিজরীতে জামেয়া আযহারের কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ডের কাছে ইস্তেফতা করা হয়েছিল, যদি কোন আরব ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করে যার ফলে তাদের জন্য ফিলিস্তিনি ভূখন্ড দখল করা সহজ হয়ে যায় অথবা এ ধরনের অন্য কোন কাজ করে যার ফলে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সহায়তা হয়, ইসলামে এমন ব্যক্তির হুকুম কি হবে?

শায়েখ আব্দুস সালীমের (রহঃ) নেতৃত্বে ইফতা বোর্ড একটি দীর্ঘ উত্তর প্রদান করেন। উক্ত ফতওয়ার মূল অংশ নিম্নে তুলে দেয়া হলো:

إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المنكرة وساعد عليها مباشرة أو بواسطة لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.

যদি কোন ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ পাপ কাজগুলোর কোন একটিতে মুসলমানদের শত্রুদেরকে সাহায্য করে, এগুলোর কোন একটির ব্যাপারে সরাসরি বা অন্য কোন মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করে তাহলে সে ঈমানদারদের মাঝে গণ্য হবে না। মুমিনদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হবে না। বরং সে নিজ কর্মের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। সে তার নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে যারা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করে তাদের চেয়ে অধিক চরম শত্রু বনে গেছে।

এরপর লিখেন:

ولا يشك مسلم أيضاً أن من يفعل شيئاً من ذلك، فليس من الله ولا رسوله ولا المسلمين في شيء، والإسلام والمسلمون براء منه وهو بفعله قد دل على أن قلبه لم يمسه من الإيمان، ولا محبة الأوطان، والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه، يكون مرتدا عن دين الإسلام فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .

وعلى المسلمين أن يقاطعوه: فلا يسلموا عليه، ولا يعودوه إذا مرض ولا يشيعوا جنازته إذا مات، حتى يفيء إلى أمر الله ويتوب توبة يظهر أثرها في نفسه وأحواله، وأقواله وأفعاله. [فتاوى خطيرة في وجوب الجهاد الديني المقدس ص 17 –25]

কোন মুসলমানের এ ব্যাপারেও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যে ব্যক্তি উক্ত কোন একটি কাজ করবে, তার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও মুসলমানগণ তার দায় থেকে মুক্ত। সে তার কর্ম দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে পূর্ব থেকেই তার মাঝে ঈমান বা দেশের ভালবাসার লেশমাত্র নেই। উক্ত কোন একটি বিষয়ে তার সামনে আল্লাহর হুকুম স্পষ্ট হওয়ার পরেও সে যদি সেটাকে মোবাহ মনে করে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার মাঝে ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে হবে। তার সাথে সম্পর্ক রাখা স্ত্রীর জন্য হারাম গণ্য হবে। তার জানাযার নামায পড়া যাবে না, মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না।

মুসলমানদের উপর আবশ্যক হলো তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তারা তাকে সালাম দেবে না। অসুস্থ হলে তার সেবা করবে না। সে মরে গেলে তার জানাযার ব্যবস্থা করবে না। যতক্ষণ

না সে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের দিকে ফিরে আসে৷ যতক্ষণ না এমন ভাবে তওবা করে যার প্রতিক্রিয়া ভিতর ও বাহিরে, কথা ও কাজের মাঝে ফুটে উঠে৷ [ফাতাওয়া খতীরাহ ফী ওযূবিল জিহাদিদ দীনিল মুকাদ্দাস, পৃষ্ঠা:১৭-২৫]

জাহেরী ফুক্বাহাগণের ফতওয়া

১. আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফতওয়া নং-১:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين

প্রত্যেক ঐ মুসলমানের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে৷

উক্ত হাদীসের আলোকে আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন

فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم. وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هناك محارباً للمسلمين معيناً للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر.اهـ [المحلى:200/11].

এর থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দারুল হরবে প্রবেশ করবে এ উদ্দেশ্যে যে, সে নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাহলে সে এ কর্মের কারণে মুরতাদ হয়ে যাবে৷ মুরতাদের সকল বিধান তার উপর বলবৎ হবে৷ যখনি সম্ভব তাকে হত্যা করা ওয়াজীব হবে, তার মাল হালাল হবে এবং বিবাহ্ বিচ্ছেদ ঘটবে, এছাড়া [মুরতাদের] অন্যান্য বিধানাবলীও [তার উপর] প্রযোজ্য হবে৷ কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মুসলমান থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন না৷

একইভাবে কোন মুসলমান যদি হিন্দ, সিন্দ, চিন, তুর্কি, সুদান বা রোমে বসবাস করে, সে যদি সেখান থেকে হিজরত করতে সক্ষম না হয়, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, শারীরিক দুর্বলতা বা পথের প্রতিবন্ধকতার কারণে, তাহলে সে অক্ষম বলে গণ্য হবে৷ তবে সে যদি সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, লিখনী বা অন্য কোন কাজের দ্বারা কাফেরদেরকে সাহায্য করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে৷ (উপরক্ত সব এলাকাই তখন দারুল কুফরের অন্তর্ভুক্ত ছিল)

ফতওয়া নং-২:

তিনি এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে বলেন:

صح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره, بأنه كافر من جملة الكفار , وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين [المحلى ج13 ص259].

আল্লাহ তা'আলার বাণী সত্য: **"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন",** এটি তার বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত একজন কাফের। এটি এমন একটি সত্য বিধান যার ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।

ফতওয়া নং-৩:

"أخبر الله تعالى عن قوم يسارعون في الذين كفروا حذراً أن تصيبهم دائرة ، وأخبر تعالى عن الذين آمنوا أنهم يقولون للكافرين [أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ] ، يعنون الذين يسارعون فيهم قال الله تعالى: [حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِين] ، فهذا لا يكون إلا خبراً عن قوم أظهروا الميل إلى الكفار فكانوا منهم كفاراً خائبي الأعمال ".[المحلى 11 / 204]

আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু লোকের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, যারা কাফেরদের কাছে দ্রুতবেগে ধাবিত হবে এই আশংকায় না জানি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ব্যাপারে বলেছেন তারা কাফেরদেরকে বলবে: **"এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে শপথ করতো যে, তারা তোমাদের সাথেই থাকবে?"** তাদের উদ্দেশ্য হবে ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা কাফেরদের কাছে গিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **তাদের আ'মালসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, ফলে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। [সূরা মায়িদাহ্: ৫৩]** এটি এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলোচনা যারা কাফেরদের দিকে নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে ফলে তারা তাদের মধ্য থেকেই কাফের হয়ে গেছে, নিজেদের আমলসমূহ ধ্বংস করে ফেলেছে। [আল-মুহাল্লা, খন্ড:১১, পৃষ্ঠা:২০৪]

নজদী আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব আন-নজদী (রহঃ) এর ফতওয়া:

শায়েখ (রহঃ) ঈমান ভঙ্গের অষ্টম নম্বর কারণ উল্লেখ করে বলেন:

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنالله لايهدي القوم الظالمين} [**الدرر السنية**]

ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ: মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা করা। এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী: আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়িদাহ্: ৫১] [আদ-দুরারুস সানিয়্যা, খন্ড:১০,পৃষ্ঠা: ৯২]

২. শায়েখ আবদুল্লাহ বিন হামীদ (রহঃ) এর ফতওয়া:

فيجب ويتعين على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله، من الفرق بين التولي والموالاة.

قالوا رحمهم الله:

الموالاة مثل لين الكلام، وإظهار شيء من البشاشة، أو لياقة الدواة، وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة، مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم، وعلمهم بذلك منه، فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر.

وأما التولي: فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين، والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهرا؛ فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما يدل على ذلك الكتاب والسنة، وإجماع الأمة المقتدى بهم. [**الدرر السنية**]

নিজের ব্যাপারে কল্যাণকামী এমন প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো উলামাগণ (রহঃ) التولي [আত-তাওয়াল্লি] এবং الموالاة [আল-মুয়ালাত] এর মধ্যকার যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন তা জানা। উলামাগণ বলেন:

আল-মুয়ালাত হলো: যেমন নরম কথা বলা, কোন বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করা, ...। বা এ ধরনের অন্য কোন স্বাভাবিক বিষয়। পাশাপাশি যদি সে তাদের সাথে ও তাদের দ্বীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতা প্রকাশ করে। এবং তারাও তার থেকে বিষয়টি জানে। তাহলে সে কবীরা গুনাহকারী বলে বিবেচিত হবে। তবে সেও রয়েছে বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতে।

আত-তাওাল্লি হলো: তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের প্রসংশা করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া এবং প্রকাশ্যে তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার বিষয়টি প্রকাশ না করা। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে এটি তার

থেকে রিদ্দাহ বলে গণ্য হবে এবং তার উপর মুরতাদদের বিধান প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ এবং উম্মাতের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের ইজমা এমনটিই প্রমাণ করে। [আদ-দুরারুস সানিয়্যা, খন্ড:১৫, পৃষ্ঠা:৪৭৯]

৩. শায়েখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দির রহমান (রহঃ) এর ফতওয়া:

শায়েখ (রহঃ) এ ব্যাপারে কুরআনের একাধিক আয়াত পেশ করার পর বলেন:

فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات ، وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها ، وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم ، فإنه يتبين _ إن وفق وسدد – أنها تتناول من ترك جهادهم ،

وسكت عن عيبهم ، وألقى إليهم السلم ، فكيف بمن أعانهم ؟ ، أو جرهم على بلاد أهل الإسلام ؟ ، أو أثنى عليهم ؟ أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام ؟ واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم ؟ وأحب ظهورهم ؟ فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق ، قال تعالى] وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] [المائدة: من الآية5]"

[الدرر السنية]

নিজের ব্যাপারে কল্যাণকামী ব্যক্তি যেন এ আয়াতগুলো নিয়ে ফিকির করে। মুফাসসিরগণ ও আহলে ইলমগণ এগুলোর কি ব্যাখ্যা করেছেন তা যেন তালাশ করে। অতঃপর সে যেন লক্ষ্য করে বর্তমান অধিকাংশ মানুষ কোন অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে [যদি সে সঠিক মতে পৌঁছতে পারে] এই সবকিছু হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ত্যাগ করার কারণে, তাদের অপরাধ সম্পর্কে চুপ থাকার কারণে, এবং তাদের সামনে আত্মসমর্পণ করার কারণে।

সুতরাং ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি হতে পারে যে তাদেরকে সাহায্য করে? অথবা মুসলমান দেশে তাদেরকে নিয়ে আসে? অথবা তাদের প্রশংসা করে? অথবা মুসলমানদের চেয়ে তাদেরকে অধিক ন্যায়পরায়ণ বলে? তাদের রাষ্ট্র, আবাসস্থল বা বন্ধুত্ব গ্রহণ করে? তাদের আবির্ভাবকে পছন্দ করে? নিশ্চয় তা সর্ব সম্মতিক্রমে স্পষ্ট রিদ্দাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর যে ঈমানকে অস্বীকার করবে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর সে পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত। [সূরা মায়িদাহ্: ৫] [আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:৩২৪-৩২৬]

৪. শায়েখ হামাদ বিন আতীক (রহঃ) এর ফতওয়া:

"قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ، ارتد بذلك عن دينه ، تأمل قوله تعالى]إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ] [محمد:25] ،مع قوله [وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ] [المائدة: من الآية51] ، وأمعن النظر في قوله تعالى] فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ] [النساء: من الآية140] وأدلته كثيرة " . [الدرر 263/9]

কুরআন ও সুন্নাহ এ কথা প্রমাণ করে যে, কোন মুসলমান যখন আহলে শিরককে ভলোবাসবে এবং তাদের আনুগত্য করবে এর দ্বারা সে দ্বীন ত্যাগী মুরতাদ হয়ে যাবে। তুমি আল্লাহ তা'আলার **এ বাণীটি ভেবে দেখো:** নিশ্চয় যারা পিছন দিকে [মুরতাদ হয়েছে] ফিরে গেছে তাদের সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও শয়তান তাদের সামনে তাদের কাজকে সুন্দর করে তুলেছে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়েছে। [সূরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৬]

এ বাণীটিও ভেবে দেখো: আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। [সূরা মায়িদাহ্: ৫১]

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটিও গভীর ভাবে লক্ষ্য করো: তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। [সূরা নিসা: ১৪০] আরো অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। [আদ দুরারুস সানিয়্যাহ, খন্ড:৯, পৃষ্ঠা:২৬৩]

তিনি আরো বলেন:

"إن مظاهرة المشركين ، ودلالتهم على عورات المسلمين ، أو الذب عنهم بلسان ، أو رضي بما هم عليه ، كل هذه مكفرات ، فمن صدرت منه – من غير الإكراه المذكور – فهو مرتد ، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين ".[الدفاع عن أهل السنة والاتباع ص 31]

মুশরিকদেরকে সাহায্য করা, মুসলমানদের গোপন বিষয় তাদেরকে জানানো, তাদের পক্ষে কথা বলা অথবা তাদের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকা এই সবগুলোই কুফর। উল্লেখিত [গ্রহণযোগ্য] ইকরাহ [বাধ্য, উপায়হীনতা] ব্যতীত যার থেকেই তা প্রকাশ পাবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। যদিও সে এগুলোর সাথে কাফেরদেরকে অপছন্দ করে ও মুসলমানদেরকে ভালবাসে। [আদ-দিফা আন-আহলুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা:৩১]

সমকালীন আরব আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ বিন বায (রহঃ) এর ফতওয়া:

শায়েখ বিন বায (রহঃ) সমাজতান্ত্রিক ও শীয়াদের সহায়তাকারীদের হুকুম বর্ণনা করে বলেন:

"وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسّن ما يدعون إليه ، وذمّ دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ، ضال ، حكمه حكم الطائفة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها . وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين ، وساعدهم بأي نوع من المساعدة ، فهو كافر مثلهم ، كما قال سبحانه [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ] [المائدة:51] ، [مجموع الفتاوى والمقالات: 274/1]

যে ব্যক্তিই তাদেরকে তাদের গোমরাহির ক্ষেত্রে সহায়তা করবে, তারা যে দিকে আহ্বান করে সেটাকে আরো উন্নতি দান করবে, ইসলামের দা'য়ীদেরকে মন্দ বলবে এবং তাদেরকে তিরস্কার করবে সে গোমরাহ কাফের। সে যাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে, যাদের চাহিদা পুরণে সহায়তা করছে তাদের যে হুকুম তারও একই হুকুম। উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যাক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সমর্থন জানাবে, তাদেরকে যে কোন ধরনের সাহায্য করবে সে তাদের মতই কাফের বলে বিবেচিত হবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়িদাহ্: ৫১] [মাজমূয়ুল ফাতওয়া ওয়াল মাকালাত, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৭৪]

২. শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান [আল্লাহ তাঁকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করুন] এর ফতওয়া:

শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান [আল্লাহ তাঁকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করুন] বলেন:

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عن هم بالسنان والبيان كفر و ردة عن الإسلام قال تعالى "ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين". وأي تولٍ أعظم من مناصرة أعداء الله ومعاونتهم وتهيئة الوسائل والإمكانيات لضرب الديار الإسلامية وقتل القادة المخلصين اهـ.

একাধিক আলেম ইজমা উল্লেখ করেছেন, জান-মাল দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফ্ফারদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা, অস্ত্র বা সমর্থন দ্বারা তাদেরকে রক্ষা করা, কুফরী ও ইসলাম ত্যাগ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" [সূরা মায়িদাহ্: ৫১]** আল্লাহর শত্রুদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা, ইসলামী ভূখন্ডে আক্রমণের জন্য তাদের স্থান ও আসবাবের যোগান দেয়া ও মুখলিছ নেতৃত্বদেরকে হত্যা করার চেয়ে অত্যাধিক অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আর কি হতে পারে! [আত-তিবইয়ান ফী হুকমি মান আ'য়ানাল আমরিকান, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৮৫]

৩. শায়েখ হামুদ বিন উক্বলা আশ-শু'আইবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

আমেরিকা সহ তার সাথে জোট ভুক্ত আটচল্লিশটি রাষ্ট্র যখন ইসলামী ইমারাত আফগানিস্থানে আক্রমণ করলো, তখন যে সমস্ত মুসলমান তাদেরকে সাহায্য করেছে তাদের ব্যাপারে শায়েখ হামুদ বিন উক্বলা আশ-শু'আইবী (রহঃ) নিম্নোক্ত ফতওয়া প্রদান করেন:

أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا ....وبناءا على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا و زميلاتها في الكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফ্ফারদেরকে সাহায্য সহযোগিতা এমন কুফরী, যা মুসলমান উম্মাত থেকে খারিজ করে দেয়। আর এমনটি হলো অতীত ও বর্তমান গ্রহণযোগ্য সকল আলেমের মত। [এরপর তিনি উলামাগণের বিভিন্ন ফতওয়া উল্লেখ করে বলেন:] এ সমস্ত ফতওয়ার উপর ভিত্তি করে আমি বলছি, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের রাষ্ট্রসমূহকে সমর্থন দেবে, তাদেরকে সাহায্য করবে, 'উদাহরণ স্বরূপ যেমন আমেরিকা ও তাদের বন্ধু কুফরী রাষ্ট্রগুলোকে', সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হবে, যে কোন রূপেই সাহায্য বা সমর্থন দিক না কেন। [আত-তিবইয়ান ফী হুকমি মান আ'য়ানাল আমরিকান, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৮৪]

৪. আল্লামা বাশার বিন ফাহাদ আল-বাশার [দা.বা.] এর ফতওয়া:

আল্লামা বাশার বিন ফাহাদ আল-বাশার [দা.বা.] এ বিষয়ে বিভিন্ন দলিল উল্লেখ করার পর বলেন:

ومما سبق يتبين أن التعاون مع أمريكا في العدوان على أفغانستان سواء كان بالرجال أو المال أو السلاح أو الرأي هو من قبيل مظاهرة الكفار على المسلمين ، وهو كفر وردة عن الإسلام ، وهذا الحكم يشمل الأفراد والجماعات وغيرهم

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে, আফগানিস্থানে আগ্রাসনে আমেরিকাকে সাহায্য করা, চাই তা হোক সৈন্য, সম্পদ, অস্ত্র বা মতামত দিয়ে, এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফ্ফারদেরকে সাহায্য, তাই তা কুফর ও ইসলাম ত্যাগ। আর এ হুকুমটি কোন একক ব্যক্তি, দল বা যেই সাহায্য করুক তাকেই অন্তর্ভূক্ত করবে। [আত-তিবইয়ান ফী হুকমি মান আ'য়ানাল আমরিকান, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৮৭]

৫. আল্লামা শায়েখ সফর আল-হাওয়ালী [দা.বা.] এর ফতওয়া:

শায়েখ সফর আল-হেওয়ালী তার সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণে বলেন:

إن نصرة الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المناصرة ولو كانت بالكلام المجرد هي كفر بواح ، ونفاق صراح ، وفاعلها مرتكب ناقض من نواقض الإسلام غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য, চাই তা যে কোন ধরনের সাহায্যই হোক না কেন, এমনকি যদি শুধুমাত্র কথা দিয়েই সাহায্য করে, সেটি হবে সুস্পষ্ট কুফর, সরীহ নিফাক। উপরোক্ত কাজ যে করবে সে ইসলাম ভঙ্গকারী কাজসমূহ থেকে একটি কাজ করলো, সে ওয়ালা-বারার [বন্ধুতা ও শত্রুতা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য] আক্বীদায় বিশ্বাসী নয়। [আত-তিবইয়ান ফী হুকমি মান আ'য়ানাল আমরিকান, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৮৭]

৬. শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক [হাফিজাহুল্লাহ] এর ফতওয়া:

"فإنه مما لا شك فيه أن إعلان أمريكا الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان وحرب صليبية على الإسلام كما ذُكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن تخلي الدول في العالم الإسلامي عن نصرتهم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة ، فكيف بمناصرة الكفار عليهم ، فإن ذلك من تولي الكافرين ؛ قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ] [المائدة:51] ، وقد عدّ العلماء مظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآية"

নি:সন্দেহে আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসনের ঘোষণা যুলুম ও সীমালংঘন, ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ। যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেছেন। এই সঙ্কটময় মূহুর্তে ইসলামী বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই তাদেরকে (তালেবানকে) সাহায্য করা থেকে বিরত থাকাটা এক মহাবিপদ। সুতরাং কি ভাবে সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা। নিশ্চয় তা কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়িদাহ্: ৫১] আর এ আয়াতের মাধ্যমে উলামাগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করাকে ঈমান ভঙ্গের কারণের মধ্যে গণ্য করেছেন। [আত-তিবইয়ান ফী হুকমি মান আ'য়ানাল আমরিকান, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৮৫]

মুজাহিদীন আলেমগণের ফতওয়া

১. <u>শায়েখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন (রহঃ) এর ফতওয়া:</u>

فصورة العالم اليوم الي القسمين وقد اصاب بوش عندما قال إما معنا وإما مع الإرهاب اي إما مع الصليبية وإما مع الاسلام- بوش صورته اليوم هو في اول الطابور يحمل الصليب الضخم الكبير ويسير واشهد بالله العظيم ان كل من يسير خلف بوش في خططه هو قد ارتد عن ملة محمد صلي الله عليه وسلم وهذا الحكم هو من اوضح الاحاكم في كتاب الله وفي سنة رسوالله صلي الله عليه وسلم وقد افتي كما ذكرت المشائخ عن ذلك من قبل-والدليل علي ذلك قوله سبحانه وتعالي مخاطبا عن المؤمنين قائلا" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنَّ الله لاَ يَهْدِى القوم الظالمين" هذا هو الحكم---- قال اهل العلم: "الذي يتولي الكفار قد كفر" ومن اعظم معالم الولاية المناصرة بالقول وبالسنان وبالسان فالّلذين يسيرون خلف بوش وفي حملته ضد المسلمين قد كفروا بالله وبرسوله سبحانه وتعالي.

আজ বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত। বুশ যা বলেছে ঠিকই বলেছে, **"হয়তো আমাদের সাথে নয়তো সন্ত্রাসীদের সাথে"।** অর্থাৎ হয়তো ক্রুসেডারদের সাথে নয়তো ইসলামের সাথে। বুশের অবস্থা হলো সে মোটা ও বড় ক্রুশটি বহন করে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং আগে বাড়ছে। আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই বুশের পিছনে তার সারিতে অংশগ্রহণ করবে সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম ত্যাগকারী মুরতাদ বলে পরিগণিত হবে, এ বিধানটি কুরআন সুন্নাহ্‌র সর্বাধিক সুস্পষ্ট বিধান।

উলামাগণ এ ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেছেন, যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর এর স্বপক্ষে দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: **হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না [সূরা মায়িদাহ্: ৫১]।** এটিই হলো বিধান। উলামাগণ বলেন, **"যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে কাফের হয়ে যাবে।"** আর বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো অস্ত্র, কথা বা সমর্থন দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করা। তাই যারা বুশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কুফরী করেছে। [আল-আরশীফুল জামে'য়, পৃষ্ঠা:২১]

২. <u>শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী [হাফিজাহুল্লাহ] এর ফতওয়া:</u>

نهانا الله سبحانه أن نتخذ الكفار أولياء ننصرهم على المؤمنين باليد واللسان، ومن فعل ذلك فهو كافر مثلهم، وأجاز الشرع لمن خاف القتل أو القطع أو الأذى العظيم أن يتكلم بما يدفع به الأذى عن نفسه –لا بما يجلب به النفع- من الكفار دون أن يوافقهم في باطنه أو يناصرهم على المسلمين بفعل أو قتل أو قتال، والأفضل له أن يتصلب ويصبر.

[الولاء والبراء-عقيدة منقولة وواقع مفقود]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যাতে আমরা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করি, হাত বা জবান দ্বারা মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য না করি। আর যে এমনটি করবে সে তাদের মতই কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়া অথবা অঙ্গহানি অথবা অন্য কোন কঠিন শাস্তির আশংকা করবে তার জন্য শরীয়াত বৈধ করেছে সে এমন কোন কথা বলতে পারবে যার দ্বারা কাফেরদের থেকে আগত বিপদকে সে নিজের থেকে দুরে রাখতে পারে। তবে অভ্যন্তরীণভাবে তাদের সাথে একমত হওয়া যাবে না এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ, [কোন মুসলমানকে] হত্যা অথবা অন্য কোন কাজের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা যাবে না। আর উত্তম হলো দৃঢ় থাকা ও ধৈর্য্য ধারণ করা। [আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা, পৃষ্ঠা:২২]

৩. <u>শহীদ আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-লীবী (রহঃ) এর ফতওয়া:</u>

তিনি এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা থেকে দলীল পেশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেন:

اتفق العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم. وبفضل الله فإن هذه المسألة من أوضح المسائل في كتاب الله تعالى والأيات في هذا المعنى كثيرة جداً،

যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সমর্থন করবে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে তার কুফরের ব্যাপারে উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এই মাসআলাটি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্ট মাসআলা। আর এ ব্যাপারে আয়াতও অনেক বেশি। [আল-জিহাদ ও মা'রেকাতুশ শুবুহাত, পৃষ্ঠা:৩৭]

৪. <u>শায়েখ আবূ মুসআব আস-সূরী [ফাক্কাল্লাহু আসরাহু]</u>

মুজাহিদ আবূ মুসআব আস সূরী তার সাড়া জাগানো কিতাব 'দা'ওতুল মুকাওমাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ' তে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার হুকুমের ব্যাপারে বিষদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

القتال معهم وتحت رايتهم وفي خدمة مصالحهم, وهذه أعظم أشكال الولاية, حيث يضحي المرء بروحه في سبيل الكفار, وهو كفر مخرج من ملة الإسلام -

'তাদের কল্যাণে এক সাথে মিলে তাদেরই ঝান্ডা তলে লড়াই করা' এটি তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশের চরম এক প্রকার যে কোন ব্যক্তি কাফেরদের পথে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করবে। এটি এমন এক কুফর যা ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। [দা'ওতুল মুকাওমাতিল ইসলামিয়্য আল-আলামিয়্যাহ্, খন্ড:১ ,পৃষ্ঠা:১৫৫]

ক্বিয়াস থেকে দলীল

<u>আমরা ক্বিয়াস থেকে দু'টি দলীল পেশ করবো</u>

এক. **قياس العكس বা বিপরীতমুখী ক্বিয়াস:**

সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من جهز غازياً فقد غزى

“যে কোন যোদ্ধাকে অস্ত্র সাজ্জিত করলো সে যুদ্ধ করলো।” কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করে বসে আছে কিন্তু যখন সে কোন মুজাহিদকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন সেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন:

إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به ، ومنبله

নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা একটি তীরের মাধ্যমে তিনজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: তীরটি তৈরীকারী, যে তীরটি তৈরী করার কল্যাণের নিয়ত করেছে। তীরটি নিক্ষেপকারী। এবং তীরটি প্রদানকারী।

অতএব قياس العكس এর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যারা তাগূতের পথে লড়াই করবে আর যারা এ লড়াইয়ে তাদেরকে সাহায্য করবে, তাদেরকে সমর্থন জানাবে, অস্ত্র সম্পদ দ্বারা সাহায্য করবে, তারাও তাগূতের পথে লড়াইকারী বলেই বিবেচিত হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে সকলের বিধান একই হবে।

দুই. **সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারীর বিধান একই:**

ইসলামী শরীয়াতে কোন কাজে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারীর বিধান একই। কেননা সহায়তার মাধ্যমেই সরাসরি অংশগ্রহণকারী কাজটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। যেমন: যে মুজাহিদরা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে আর যারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে গণীমতের ক্ষেত্রে সকলেই সমান ভাগ পায়। যেমনটি হাদীস ও ফিক্বহের কিতাব সমূহতে বর্ণিত আছে।

একইভাবে কেউ যদি ডাকাতি করে আর কেউ যদি সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ না করে তাকে সাহায্য করে, হদের ক্ষেত্রে সকলের একই হুকুম হবে। যদি একজন কাউকে হত্যা করে এর পরিবর্তে সকলকে হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা না করে মাল লুট করে তাহলে সকলের বিপরীত দিকে এক হাত ও এক পা কেটে ফেলা হবে। এটাই জমহুরের মত। শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারখসী (রহঃ) বলেন:

وَالْمُبَاشِرُ وَغَيْرُ الْمُبَاشِرِ فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ عِنْدَنَا ،

আমাদের নিকট ডাকাতদের হদের ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও অনুপস্থিত থেকে সাহায্যকারীর একই হুকুম। [আল-মাবসূত, খন্ড:১১, পৃষ্ঠা:৪৫৫]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহঃ) বর্ণনা করেন:

وحكم الردء من القطاع حكم المباشر وبهذا قال مالك و أبو حنيفة[**المغني**]

ডাকাতদের মধ্য থেকে সরাসরি অংশগ্রহণকারীর যে হুকুম সাহায্যকারীরও একই হুকুম। আর ইমাম মালিক ও আবূ হানীফাও (রহঃ) একই মত ব্যাক্ত করেছেন।

তিনি এর সাবাব [কারণ] বর্ণনা করেন:

وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء[**المغني**]

এটি এ কারণে যে, শক্তি প্রয়োগ ও পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার উপর ভিত্তি করেই লড়াই হয়ে থাকে। সুতরাং সাহায্যকারীর শক্তি ছাড়া সরাসরি অংশগ্রহণকারী তার কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হতো না। [আল-মুগনী, খন্ড:১০, পৃষ্ঠা:৩১৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেন:

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة وأن الردء والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين...........

যখন লড়াইকারী ডাকাতরা একটা দল হবে আর তাদের মধ্যে একজন হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করবে, অবশিষ্টরা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তাহলে বলা হয়ে থাকে শুধুমাত্র সরাসরি অংশগ্রহণকারীকে হত্যা করতে হবে। তবে জুমহুরের মত হলো সকলকেই হত্যা করতে হবে যদিও তাদের সংখ্যা হয় একশত। সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও অনুপস্থিত থেকে সাহায্যকারীর একই হুকুম। আর খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে এমনটাই বর্ণিত আছে..........। [মাজমূয়ুল ফাতওয়া, খন্ড:২৮, পৃষ্ঠা:৩১১]

আমরা উপরোক্ত শর’য়ী মূলনীতির উপর ক্বিয়াস করে বলছি, ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা, দ্বীনের কারণে মুসলমানদেরকে হত্যা করা যেমন কুফর একইভাবে হত্যাকারীকে সমর্থন করা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করাও কুফর। কেননা এ সমস্ত নামধারী মুসলমানদের সহায়তা না হলে আল্লাহর শত্রুরা কখনই এত ব্যাপক ভাবে আল্লাহর বান্দাদের রক্ত প্রবাহিত করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহর পবিত্র যমীনগুলো তাদের দ্বারা অপবিত্র হতো না। আমাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের নাপাক পায়ে পদদলিত হতো না। সুতরাং তাদের যা হুকুম তারও একই হুকুম।

ইতিহাস কি বলে?

আমরা সংক্ষেপে ইসলামের ১৪০০ বছরের ইতিহাসে দৃষ্টি দেবো এবং তার থেকে অল্প কিছু ঘটনা উল্লেখ করার চেষ্টা করবো। যা ইনশাআল্লাহ প্রমাণ করবে, যখনই মুসলমান নামধারী কোন ব্যক্তি ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে কুফরের পক্ষ অবলম্বন করেছে তখনই সে সময়ের উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, হক্ব উলামাগণ তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন। আর ইতিহাস এ ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছে।

এক

হিজরতের ২য় বছর: বদর যুদ্ধে কিছু মুসলমান মুশরিকদের সাথে মিলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বের হয়েছিল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء:97]

নিশ্চয়ই নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়, ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন, তখন ফেরেশতাগণ [তাদেরকে] বললেন, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে'? তারা বলল 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতাগণ বললেন, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?' সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। [সূরা নিসা: ৯৭]

যাদের হুকুমের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সুন্নাহর প্রথম দলীলে অতিবাহিত হয়েছে।

দুই

২০১ হিজরীর শুরুর দিকে বাবাক আল-খারমী মুশরিকদের সাথে অবস্থান করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সহ তখনকার অন্যান্য ফুক্বাহাগণ তাকে মুরতাদ বলে ফতওয়া প্রদান করেন। যেমনটি মাইমুনী (রহঃ) বর্ণনা করেন, যখন ইমাম আহমাদ (রহঃ) কে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم بأرض الشرك، أي شيء حكمه ؟[الفروع]

সে শিরকের ভূমিতে অবস্থান করে আমাদের বিরুদ্ধে এসে যুদ্ধ করে। তার হুকুম কি হবে?

তিনি উত্তর প্রদান করেন:

إن كان هكذا فحكمه حكم الارتداد -[الفروع]

যদি তার অবস্থা এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তার হুকুম হলো রিদ্দাহর হুকুম। [আল-ফুরু‘য়, খন্ড:১১, পৃষ্ঠা:৩২৩]

তিন

৪৮০ হিজরীর পর স্পেনের আশবালিয়ার শাসক আল মু‘তামাদ বিন আব্বাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ানদেরকে সাহায্য করেছিল, ফলে তৎকালীন ফক্বিহগণ তার মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। [দেখুন: আল-ইস্তেকসা, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৭৫]

চার

৬৬১ হিজরীতে বাদশা উমর বিন আদেল চুক্তি করে হালাকু খান ও তাতারদের সাথে। সে তাতারদেরকে শামে পুনরায় আক্রমণের আহ্বান জানায়। এমতাবস্থায় আজ-জহের রুকনুদ্দীন বাইবারাস ফুক্বাহাদের কাছে তার ব্যাপারে ইস্তেফতা করেন, ফুক্বাহাগণ তাকে অপসারণ ও হত্যার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। ফলে তিনি তাকে অপসারণ করেন ও হত্যা করে ফেলেন। [দেখুন: আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া, খন্ড:১৩,পৃষ্ঠা:২৩৮; আশ-শাযারাত,খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:৩০৫]

পাঁচ

৭০০ হিজরীর দিকে তাতাররা শাম ও অন্যান্য স্থানে ইসলামী ভূখন্ড সমূহে আগ্রাসন চালায়। মুসলমান নামধারী কিছু ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য করে। তখন সে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ [যেমনটি আমাদের ধারণা] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাদের রিদ্দাহর ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। [দেখুন: মাজমূয়ুল ফাতওয়া, খন্ড:২৮, পৃষ্ঠা:৫৩০]

ছয়

৯৪০ হিজরীতে মারাকাশের একজন শাসক ছিলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস সা‘দী। সে তার চাচা আবূ মারওয়ান আল-মু‘তাসিম বিল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে পর্তুগালের বাদশার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন সেখানকার ফুক্বাহাগণ তার মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। [আল-ইস্তেকসা, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৭০]

সাত

১২২৬ - ১২৩৩ হিজরীতে বহিরাগত কিছু বাহিনী নজদের ভূখন্ডে আক্রমণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানের তাওহীদের দাওয়াতকে মিটিয়ে দেয়া। মুসলমান নামধারী কিছু ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য করে। তখনকার আলেমগণ তাদের মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। আলে শায়েখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ তাদের কুফরী প্রমাণের জন্য الدلائل ‘আদ-দালায়েল’ নামে একটি কিতাব লিখেন। উক্ত কিতাবে তিনি এ ব্যাপারে ২১টি দলিল উল্লেখ করেন। [দেখুন: শায়েখের রচিত উক্ত কিতাবটি]

আট

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় ৫০ বছর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আবার উলামাগণ যারা মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে তাদের মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। আল্লামা হামদ বিন আতীক (রহঃ) এ বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেন। যার নাম দেন سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك [সাবীলুন নাজাতি ওয়াল ফকাক মিন মুওালাতিল মুরতাদ্দীনা ও আহলিল ইশরাক]।

নয়

হিজরী ১৩তম শতাব্দীর পর ১৪তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু আরব কবীলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফরাসীদেরকে সাহায্য করে। তখন ফক্বীহ আবুল হাসান আত-তাসূলী (রহঃ) তাদের কুফরের ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। [উক্ত ফতওয়াটি আমরা পূর্বে ফিক্বহে মালিকির তিন নম্বর দলীলে উল্লেখ করেছি]। [দেখুন: আযওয়িবাতুত তাসূলী আলা মাসায়িলল আমীর আব্দিল কাদের আল-জাযায়িরী, পৃষ্ঠা:২১০]

দশ

১৪তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মিশর সহ অন্যান্য ভূখন্ডে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায়। কিছু মুসলমান তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে থাকে। তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন ও মুহাদ্দিস, প্রধান কাজী ও মুফতী আল্লামা আহমাদ শাকের (রহঃ) তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। [ফতওয়াটির মূল অংশ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি] দেখুন: কালিমাতু হক্ব, পৃষ্ঠা:১২৬]

এগারো

১৪তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ১৩৬০ হিজরীর দিকে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে আগ্রাসান চালায়। ইসলামের দাবীদার কিছু ব্যক্তি তাদেরকে এক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তখন

জামেয়া আযহারের ইফতা বোর্ডের কাছে ইস্তেফতা করা হলে ইফতা বোর্ড তাদের কুফরীর ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। [ফতওয়াটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]

বারো

১৪তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজরা খেলাফাতে উসমানিয়ার পতনের জন্য যুদ্ধ করে। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে আক্রমণ করে। ভারতবর্ষ থেকে ৬ লক্ষ সৈন্য তাদের সাহায্যে গমন করে। তখন ভারতবর্ষের সবচেয়ে সচেতন আলেমে দ্বীন **শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ)** তাদের মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন। [ফতওয়ার একাংশ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে] [দেখুন: 'উলামায়ে হক' মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া, পৃষ্ঠা:২১৫]

তেরো

নবুওয়াতের ১৪তম শতাব্দীর শেষের দিকে আরব দেশগুলোতে সাম্যবাদী ও শীয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এক্ষেত্রে কিছু মুসলমান তাদের সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন আরবের সমকালীন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ফক্বীহ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাদের কুফরীর ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন [ফতওয়াটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]। [মাজমূয়ুল ফাতওয়া ওয়াল মাকালাত, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৭৪]

চৌদ্দ

১৫তম শতাব্দীর শুরুর ভাগে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্থানে আক্রমণ করে, তখন সমস্ত পৃথিবীর হক্ব উলামাগণ এ জিহাদকে সমর্থন করে। আর স্পষ্ট বিষয় এ জিহাদ শুধু আসলী কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল না বরং নামধারী যে সমস্ত মুসলমান অর্থ বা ক্ষমতার লোভে অথবা কুফরী শক্তির ভয়ে তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল মুরতাদ হিসাবে মুজাহিদরা তাদেরকেও হত্যা করেছিল, তাদের সম্পদ গনীমত হিসাবে গ্রহণ করেছিল, তাদের কাফন দেয়া হতো না, জানাযা পড়া হতো না, মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হতো না। এদের সংখ্যা খুব একটা কম ছিল না বরং তা ছিল অনেক অনেক বেশি। সারা বিশ্বের আলেমগণ এটাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এবং শর'য়ী জিহাদ হিসাবেই আখ্যায়িত করেছিলেন।

পনেরো

১৪২২ হিজরীতে আমেরিকা যখন ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানে আগ্রাসান চালায়, তখন মুসলমান নামধারী অনেক রাষ্ট্র আগ্রাসনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। তখন বিশ্বের

নানা প্রান্তের আহলে হক্ব উলামাগণ আমেরিকাকে সাহায্যকারী নামধারী মুসলমানদেরকে কাফের ও মুরতাদ ফতওয়া প্রদান করেন। যদিও আফসোসের বিষয় অনেক আলেম যুলুমের ভয়ে নিরবতা অবলম্বন করেন। তাদের মধ্যে এমন আলেমও আছেন যাদের নিরব থাকাটা উম্মাতের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। [আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সত্য পথে দৃঢ়তা দান করুন]। বিশ্বের যে আলেমগণ উক্ত ফতওয়া প্রদান করেন, তাদের কতক হলেন:

আফগানিস্তান

তখন আফগানিস্তানে অবস্থানরত আরব সহ অন্যান্য রাষ্ট্রের আলেমগণ এ ফতওয়া প্রদান করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শায়েখ উসামা (রহঃ), শায়েখ আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-লিবী (রহঃ)। এ ছাড়াও ইমারাতে ইসলামিয়ার আলেমগণ উক্ত ফতওয়া প্রদান করেন।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের বৃহৎ বিদ্যাপীঠ জামেয়া বিন নুরী টাউনের প্রধান মুফতী প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন মুফতী নিযামুদ্দীন শামযাঈ (রহঃ) সহ অনেক আলেম প্রকাশ্যভাবে স্পষ্ট উক্ত ফতওয়া প্রদান করেন। যার ফলশ্রুতিতে কাফেররা হযরতকে শহীদ করে দেয়। [আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অবারিত রহমত বর্ষণ করুন]

মারেক্ক

মারেক্কের প্রসিদ্ধ ষোল জন আলেম ফতওয়া প্রদান করেন, আফগানিস্তান বা অন্য কোন মুসলমান দেশে আক্রমণের ব্যাপারে আমেরিকার সাথে যদি কোন মুসলমান জোটবদ্ধ হয় তাহলে সে কুফর ও রিদ্দাহ্তে প্রবেশ করবে।

আরব

আরব বিশ্বের হক্ব আলেমগণের মধ্যে অনেকেই এ ফতওয়া প্রদান করেন। শায়েখ নাসির বিন হামদ আল-ফাহাদ (রহঃ) এর উপর একটি গ্রন্থ পর্যন্ত রচনা করেন। গ্রন্থটি হলো 'আত-তিবইয়ান ফী কুফরী মান আ'য়ানাল আমরীকান'। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন। এ অধ্যায়টি সংকলনের সময় শায়েখের উক্ত কিতাবটি অনেক বেশি কাজে আসে। আল্লাহ তা'আলা যেন ঐ কিতাবটির ন্যায় এটিকেও কবূল করেন।

আরব অন্যান্য যে আলেমগণ উক্ত ফতওয়া প্রদান করেছেন তাদের মধ্য থেকে হলেন:

১. শায়েখ হামূদ বিন উকলা আশ-শু'আয়বী

২. শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান

৩. শায়েখ সফর আল-হেওয়ালী

৪. শায়েখ আব্দুল্লাহ আস-সা'আদ

৫. শায়েখ আলী আল-খুদাইর

৬. শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান

৭. শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বার্রাক

৮. শায়েখ বাশার বিন ফাহাদ আল বাশার

[উপরোক্ত আলেমগণের অনেকেরেই ফতওয়া আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি]

উম্মাতের সেই নাজুক মূহুর্তে যে সমস্ত আলেমগণ যালিমের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে হক্ব কথা বলেছিলেন তাদের অনেকেই আজ আর নেই৷ কেউ কেউ পান করেছেন শাহাদাতের শুধা৷ আর কেউ বা যালিমের পিঞ্জিরে আবদ্ধ অবস্থায় শাহাদাত বা মুক্তির প্রহর গুনছেন৷ আর অন্যরা এখনও নিজ পথে অবিচল আছেন৷ হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আপনি আপনার বান্দাদেরকে দেখছেন, তাদের জন্য যা কল্যাণকর আপনি তাদেরকে তাই দান করুন৷

প্রিয় পাঠক! ইতিহাসের আঁকে-বাঁকে সামান্য উঁকি মেরে আমরা বুঝতে পারলাম এটি কোন নতুন বিষয় নয়৷ ইতিহাস সাক্ষী যখনই উম্মাতের উপর উক্ত বিপদ চেপে বসেছে তখনই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তার ব্যাপারে মুখ খুলেছেন৷ আল্লাহর বিধানকে গোপন না করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন৷

সুতরাং উপরুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, অস্ত্র, ঘাঁটি, শক্তি বা সম্পদ দিয়ে অথবা সমর্থন যুগিয়ে তাদেরকে সাহায্য করবে, মুসলমান হত্যা বা গ্রেফতারে তাদের ইন্ধন যোগাবে, যে কোন ভাবে এ যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ নিবে, তারা এই উম্মাতের মুফাসসিরীন, ফুকাহা ও সকল মাজহাব-মাছলাক্ব এর ওলামায়ে-কেরামগণের ঐক্যমত অনুসারে কাফির ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে৷ মারা গেলে তার জানাযা পড়া যাবে না৷ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না৷

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেনো সবাইকে ইসলামী শরীয়াতের হুকুম যথাযথভাবে বুঝার তৌফিক দান করেন।

إهدنا الصراط المستقيم